RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৭, সংখ্যা: ২৬, কোচবিহার, শুক্রবার, ২৯ ডিসেম্বর - ১১ জানুয়ারি, ২০২৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮ Vol: 27, Issue: 26, Cooch Behar, Friday, 29 December - 11 January, 2024, Pages: 8, **Rs. 3**

গাড়ি চালকদের আন্দোলন ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: গাড়ি চালকদের আন্দোলন ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল কোচবিহারে। বুধবার দুপুরে গাড়ি চালকরা আন্দোলন শুরু করে। অভিযোগ, আন্দোলনকারীরা কোচবিহার শহরের সুনীতি রোডে মিছিল করে যাওয়ার সময় বেশ কিছু বাস ভাঙচুর করে। বেশ কয়েকটি গাড়ির চাকার হাওয়া ছেড়ে দেওয়া হয়। রাস্তায় চলা বেশ কিছু বাসকর্মীকে তাড়া করে আন্দোলনকারীরা। তাতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। ওই সময়ে সুনীতি রোড ধরে ব্যক্তিগত কাজে যাচ্ছিলেন বিজেপির বিধায়ক মিহির গোস্বামী। তাঁর গাড়িও আটক করে রাখা হয়। আন্দোলনকারীরা দাবি করে, চালক মিহিরের গাড়ি চালাতে পারবে না। তাঁকেও আন্দোলনে সামিল হতে হবে। পরে পুলিশ গিয়ে আন্দোলনকারীদের সরিয়ে দেয়। মিহির বলেন, “আমার গাড়ি

আটকানো হয়। আমি গাড়ি থেকে নেমে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাদের বলেছি মানুষের অসুবিধে করে কোনও আন্দোলন হয় না। তাতে একটি অংশ মানলেও অপর অংশ বাঁধা দেয়। পরে পুলিশ আন্দোলনকারীদের সরিয়ে দিলে গাড়ি ছেড়ে দেওয়া হয়।”

আইএনটিটিইউসির কোচবিহার জেলা সভাপতি পরিমল বর্মণ বলেন, “কেন্দ্রীয় সরকারের আইনের বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করেছি। যারা গন্ডগোল করেছে তারা আমাদের শ্রমিক সংগঠনের কেউ নয়। আমরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করেছি। বিরোধী দলের কিছু লোক সেখানে ঢুকে চক্রান্ত করেছে। আমরা ভিডিও ক্লিপিংস দেখে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব।” দুর্ঘটনা নিয়ে বেশ কিছু আইন এনেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তা নিয়েই কেন্দ্রীয় সরকারের উপরে ক্ষুব্ধ গাড়ির চালকরা। ওই আইন প্রত্যাহারের প্রতিবাদেই একাধিক শ্রমিক সংগঠন এদিন দেশ জুড়ে ধর্মঘটের ডাক দেয়। ওই আন্দোলনের সমর্থনেই কোচবিহারে রাসমেলার মাঠে জমায়েত করে আইএনটিটিইউসি। সেখান থেকে মিছিল বের করে সাগরদিঘি চত্বর হয়ে সুনীতি রোডে যায় তারা। ধর্মঘট না করে বিক্ষোভ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেয় তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন। ওই মিছিল সুনীতি রোডে সেখানেই গন্ডগোল ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে পরে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়। ওই ঘটনা নিয়ে যাত্রী ও পথচলতি মানুষজনকে অসুবিধেয় পড়তে হয়। তা নিয়ে ক্ষুব্ধ অনেকেই। কয়েকজন যাত্রীর কথায়, “যেভাবে হামলা হয়েছে তাতে ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল। অনেক কিছুই হতে পারত। এমন ভাবে আন্দোলন হয় না।” কোচবিহার জেলা পুলিশ আধিকারিক বলেন, “গন্ডগোল করার চেষ্টা হতেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।”

নিশীথের দুই ভাই তৃণমূলে বলে দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীর হাত ধরে বিজেপিতে যোগদান করলেন সুনীল বর্মণ ও জগদীশ বর্মণ। বুধবার উদয়নের দিনহাটার বাবুপাড়ার বাড়িতে দুজনই যোগদান করেন। ওই দু’জন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের আত্মীয় বলে দাবি করেছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। তৃণমূলে যোগদানের পর সুনীল ও জগদীশ বলেন, “আমরা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নিশীথের ভাই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নে সামিল হতেই তৃণমূলে যোগদান করেছি।

বিজেপির জেলা সভাপতি সুকুমার রায় বলেন, “ওই দু’জন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর ভাই কি না আমার জানা নেই। তবে একের পর এক তৃণমূল কর্মীর বিজেপিতে যোগদান রাজ্যের শাসক দল হতাশ হয়ে পড়েছে। প্রতিদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বাড়িতে দিনহাটা, শীতলকুচি, সিতাই বিভিন্ন এলাকা থেকে শত শত তৃণমূল কর্মী বিজেপিতে যোগদান করছে। তাই তৃণমূল চেষ্টা করছে দুই একজনকে দলে যোগদান করিয়ে রাজনীতি করার জন্য।” বিজেপির কোচবিহার জেলা সম্পাদক অজয় রায় বলেন, “পনেরো বছরের বেশি সময় ধরে নিশীথ প্রামাণিকের সঙ্গে আমি রাজনীতি করছি নিশীথের কাকা জ্যাঠা আছে বলে আমার জানা নেই।” নিশীথের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। লোকসভা নির্বাচনের মুখে দলবদল শুরু হয়েছে পুরোদমে। প্রতিদিনই বিজেপি ও তৃণমূলের পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে কেউ না কেউ তাদের দলে যোগদান করছে। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, লোকসভা নির্বাচনের মুখে নিজেদের প্রভাব বাড়াতে মরিয়া হয়ে উঠেছে দুই দল। তাতেই দলবদলের ঘটনা বেড়েছে। দিন কয়েক আগেই গ্রেটার নেতা বংশীবদন বর্মণের দাদা সুদর্শন বর্মণ বিজেপিতে যোগদান করেন। তার কয়েকদিনের মধ্যে নিশীথের ভাই পরিচয়ে দু’জন তৃণমূলে যোগদান করায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

রামের কলস নিয়ে বাড়ি বাড়ি যাবে ন্যাস

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: রামের কলস নিয়ে বাড়ি বাড়ি যাবে শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ন্যাস। ২ জানুয়ারি মঙ্গলবার থেকে কলস নিয়ে যাত্রা শুরু হয়। এদিন মদনমোহন মন্দিরে ওই কলস রাখা হয়। এর পরে গ্রামে গ্রামে ওই কলস নিয়ে শোভাযাত্রা বের করা হয়। সংগঠন সূত্রে জানা গিয়েছে, অযোধ্যা থেকে ১ লক্ষ ৭০ হাজার কলস পৌঁছেছে কোচবিহারে। আরও ১ লক্ষ ৩০ হাজার কলস খুব শীঘ্রই পৌঁছবে। সেই কলস নিয়ে গ্রামে গ্রামে মিছিলের আয়োজন করেছে শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ন্যাস। বিজেপি কর্মীরাও ময়দানে নেমেছে। সোমবার উত্তরবঙ্গ প্রান্তের প্রমুখ শ্যামচরণ রায় কোচবিহারে পৌঁছান। তাঁর নেতৃত্বে ‘ন্যাসে’র কয়েকজন প্রতিনিধি মদনমোহন মন্দিরে গিয়ে পুজো দেন। সংগঠনের কোচবিহার জেলার কার্যকর্তা জ্যোতিষ্করঞ্জন সরকার বলেন, “আমরা জেলার প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে কলস পৌঁছে দেব। তার মধ্যে যে কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্যরা থাকবেন।”

আগামী ২২ জানুয়ারি রামমন্দির উদ্বোধন হবে। সংগঠন সূত্রে জানা গিয়েছে, তার আগে প্রত্যেকটি জেলায় রামমন্দির নিয়ে প্রচার শুরু করা হয়েছে। গ্রামে গ্রামে মিছিল যেমন হবে সেই সঙ্গে প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ন্যাসের সদস্যরা রামমন্দির উদ্বোধনে সবাইকে হাজির থাকার আমন্ত্রণ জানাবেন। যারা হাজির থাকতে পারবেন তাঁরা বাড়িতে বাড়িতে সেই রামকলস পুজো করবেন। সেই সঙ্গে প্রত্যেক বাড়িতে পাঁচটি করে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের আহবান করা হয়েছে। রামমন্দির নিয়ে যে মিছিল হচ্ছে তাতে মূলত বিজেপি কর্মী-সমর্থকদেরই সারিতে দেখা যাচ্ছে। তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপি সুকৌশলে রামমন্দির নিয়ে ভোটের প্রচার করছে। লোকসভার আগে এভাবেই নিজেদের পালে হাওয়া তুলতে চাইছে তারা। তৃণমূল অবশ্য তা নিয়ে সরাসরি কোনও মাঠে নেমে পাল্টা বার্তা দেওয়ার কথা ভাবছে না। তৃণমূল মনে করছে, রামমন্দির নিয়ে সরাসরি বিরোধিতা করতে গেলে ক্ষতি হতে পারে। তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, “ধর্ম -মন্দির নিয়ে রাজনীতি করার চেষ্টা করছে বিজেপি।” বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, “রামমন্দির নিয়ে রাজনীতির কোনও বিষয় নেই।”

আন্দোলনে বিজেপির ওবিসি মোর্চা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ তুলে আন্দোলনে নামল বিজেপির ওবিসি মোর্চা। গত ২৮ ডিসেম্বরে কোচবিহার সাগরদিঘি পাড় লাগোয়া ক্ষুদিরাম মূর্তির সামনে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করে বিজেপির ওবিসি মোর্চার সদস্যরা। দু’দিন অবস্থানের পরে মহকুমাশাসকের দফতরে স্মারকলিপি দেওয়া হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে। বিজেপির ওবিসি মোর্চা। ওই অবস্থানে যোগ দিয়েছিলেন বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, “রাজ্য সরকার ওবিসি সম্প্রদায়ের প্রতি সমান আচরণ করছে না। তার প্রতিবাদেই আন্দোলন।” ওই আন্দোলনের পরেই পাল্টা ময়দানে নামে তৃণমূলের ওবিসি সংগঠন। বিজেপির অবস্থানের জায়গা ঝাড়ু ও গোবর জল দিয়ে পরিষ্কার করা হয়। তৃণমূলের ওবিসি সংগঠনের নেতা পরেশ বর্মণ বলেন, “মিথ্যে কিছু অভিযোগ নিয়ে বাজার গরম করতে চাইছে বিজেপি। তার বিরুদ্ধে আমরা মানুষের কাছে যেতে শুরু করেছি।”

বিজেপি-তৃণমূল সংঘর্ষ, মন্ত্রীপুত্রের নামে মামলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: বিজেপি ও তৃণমূলের সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল দিনহাটার ঝুড়িপাড়া। ২২ ডিসেম্বর, শুক্রবার ওই ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় দুইপক্ষের ৩ জন জখম হয়েছে। বিজেপির অভিযোগ, বিজেপির মণ্ডল সভাপতি ঈশ্বর দেবনাথকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। তৃণমূলের পাল্টা দাবি, ওই ঘটনায় তাদের উপরেই হামলা হয়েছে। ওই ঘটনায় বিজেপি তৃণমূলের ৩৪ জনের নামে এফআইআর করেছে। তার মধ্যে নাম রয়েছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহের ছেলে সায়ন্তনের। তা নিয়েই শুরু হয়েছে বিতর্ক। তৃণমূলের দাবি, এমন কোনও ঘটনার সঙ্গে কখনও জড়িত ছিল না সায়ন্তন। উদয়নকে হেনস্থা করতেই ওঁর নাম দেওয়া হয়েছে। বিজেপির পাল্টা দাবি, সায়ন্তনের নেতৃত্বেই হামলা হয়েছে। কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, “অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।” উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন বলেন, “আমাকে হেনস্থা করাই প্রধান উদ্দেশ্য। পুলিশ তদন্ত করুক, তাহলেই সব স্পষ্ট হবে।” বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, “যার উপরে হামলা হয়েছে তাঁর পরিবারের সদস্যরা সেখানে ছিলেন। পরিবারের তরফেই অভিযোগ হয়েছে।”

গত শুক্রবার দিনহাটার ঝুড়িপাড়ায় তৃণমূল ও বিজেপি দুইপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। বিজেপির দাবি, দলের মণ্ডল সভাপতি ঈশ্বর দেবনাথের বাড়িতে বৈঠক করছিলেন বিজেপি নেতা-কর্মীরা। সেই সময় আচমকায় হামলা চালানো হয়। ঈশ্বর দেবনাথকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়। তাঁর একাধিক জায়গায় ক্ষত রয়েছে। তাঁকে দিনহাটা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। সেই সঙ্গে বিজেপির আরেক নেতা অজয় রায়ের উপরেও হামলা হয় বলে অভিযোগ। ঈশ্বর দেবনাথের স্ত্রী রিনা দেবনাথ দিনহাটা থানায় সায়ন্তন সহ ৩৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। তৃণমূলের পক্ষ থেকেও অজয় রায় সহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তৃণমূলের জেলা সম্পাদক সায়ন্তন বলেন, “দুই একজনের নাম জড়িয়ে দিয়ে উদয়ন গুহকে নানাভাবে বিব্রত করার করার চেষ্টা হচ্ছে। এতে কিছু লাভ হবে না।”

দুর্নীতির অভিযোগ তুলে আন্দোলনে নামলো এসইউসিআই

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরের দুর্নীতির অভিযোগ তুলে আজ আন্দোলনে নামলো এসইউসিআই। বৃহস্পতিবার দুপুর বারোটার সময় কোচবিহার সুনীতি রোড সংলগ্ন রাজা রামমোহন রায় স্কয়ার এলাকায় এই গণ অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন তারা। সেই গণ অবস্থান কর্মসূচির থেকে তারা গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করার কাজ শুরু করেন। তাদের এই সংগ্রহীত গণস্বাক্ষরগুলি আগামীতে তারা রাষ্ট্রপতির কাছে প্রদান করবেন। এই গণ অবস্থান কর্মসূচি বিকাল চারটা পর্যন্ত চলে। একই সাথে বিক্ষোভকারীরা বলেন, আগামী ৬ ই মার্চ

কলকাতায় আইন অমান্য আন্দোলনের সামিল হবেন তারা।

আলুয়াবাড়ি স্টেশনে ক্যাপিটাল এক্সপ্রেসের স্টপেজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তর দিনাজপুর: উত্তর দিনাজপুর জেলার আলুয়াবাড়ি স্টেশনে ক্যাপিটাল এক্সপ্রেসের স্টপেজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হলো আজ। বুধবার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাটিহার ডিভিশন আয়োজিত আলুয়াবাড়ি স্টেশনে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই ক্যাপিটাল এক্সপ্রেসের স্টপেজের উদ্বোধন করেন রায়গঞ্জের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী দেবশ্রী চৌধুরী। সংসদ দেবশ্রী চৌধুরী বলেন, দীর্ঘদিন থেকে চেষ্টা ছিল আলুয়াবাড়ি স্টেশনে ক্যাপিটাল এক্সপ্রেসের একটি স্টপেজের, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজি ও রেলমন্ত্রীকে

ধন্যবাদ জানাই এই উপহার দেওয়ার জন্য। আলুয়াবাড়ি স্টেশনে ক্যাপিটাল এক্সপ্রেসের স্টপেজ চালু হওয়ায় খুশি উত্তর দিনাজপুর জেলার বাসিন্দারা।

রানীনগর, জলপাইগুড়ি ও হলদিবাড়ি রুটে বৈদ্যুতিক ট্রেন চালু করার উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: রানীনগর, জলপাইগুড়ি ও হলদিবাড়ি রুট বৈদ্যুতিক ট্রেন চলাচলের জন্য কতটা তৈরি তা খতিয়ে দেখার জন্য পরিদর্শনে এলেন নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। শুক্রবার সকালে রানীনগর ও জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশন পরিদর্শন করেন তিনি। নতুন বছরেই এনজেপি থেকে রানীনগর, জলপাইগুড়ি ও হলদিবাড়ি রুটে বৈদ্যুতিক ট্রেন চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ।

ইতিমধ্যেই এই লাইনের বৈদ্যুতিকরণ করা হয়েছে। তা নিয়ে মূলত ক্লিয়ারেন্স ইনস্পেকশন করেন নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার রভিলেশ কুমার। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন রেল দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিকরা। এই রুটের বৈদ্যুতিককরণের কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। তাই ইলেকট্রিক ট্রেন চালুর বিষয়টি নিয়ে জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশন সহ বিভিন্ন স্টেশন এলাকার বৈদ্যুতিক লাইন পরিদর্শন করেন রেলদপ্তরের নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। পরিদর্শন শেষে তিনি বলেন, "বৈদ্যুতিক রেল লাইনের কাজ পরিদর্শনে এসেছি। ছোটখাটো কিছু কাজ ঠিক করতে হবে। তারপর খুব শীঘ্রই এই লাইনে ইলেকট্রিক ট্রেন চলবে।"

চালু হচ্ছে শিলিগুড়ি-রাঁচি বাস পরিষেবা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: নতুন বছরে বেশ কিছু নতুন রুটে বাস চালাতে চলছে, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা। দীর্ঘ বহু বছর ধরে বন্ধ থাকা শিলিগুড়ি রাঁচি রুটে পুনরায় বাস পরিষেবা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা। এছাড়াও কোচবিহার থেকে দার্জিলিং রুটে প্রথম উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার বাস সার্ভিস চালু হচ্ছে। উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতাগামী বারোটি পুরনো বাস পরিবর্তন করে সেই রুটগুলিতে নতুন বাস দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার। আজ উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার পরিবহন ভবনে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এমনটাই জানালেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায়। এছাড়াও কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলা

বইমেলাকে সামনে রেখে জাতি স্বাচ্ছন্দ্য এবং পরিষেবার কথাকে প্রাধান্য দিয়ে অতিরিক্ত পাঁচটি রুটে বাস চালানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করলো উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা। সংস্থার চেয়ারম্যান তথা বইমেলা কমিটির চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায় জানান, দিনহাটা তুফানগঞ্জ আলিপুরদুয়ার মাথাভাঙ্গা এবং ফালাকাটা রুটে রাতের বেলা সাড়ে নটার পর অতিরিক্ত একটি করে বাস চালানো হবে। যাতে কোন অবস্থাতেই সাধারণ মানুষ যারা মেলায় অংশগ্রহণ করতে আসবেন বা যারা বই কিনবেন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন তাদের কোনরকম অসুবিধা না হয়, তাদের গন্তব্যে পৌঁছতে। প্রয়োজনে এই শেষ বাস আরো ১৫ মিনিট অপেক্ষা করবে যাত্রীদের জন্য। কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার জেলার বইমেলা যাতে সফলভাবে সম্পন্ন হয় তার ব্যবস্থা করা।

পার্থ প্রতিম রায় বলেন, সম্প্রতি আধুনিকতা এবং ইন্টারনেটের যুগে এখনো মানুষের মধ্যে বইয়ের প্রতি ভালোবাসা রয়েছে। প্রথম দিনের কোচবিহার জেলা বইমেলা মাঠে ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপস্থিতি তার উদাহরণ। যতটুকু তথ্যসূত্র রয়েছে তাতে প্রথমদিন বইমেলাতেই দিনহাটা, তুফানগঞ্জ থেকে প্রচুর ছাত্র-ছাত্রী এসেছিলেন। মূলত তাদের কথা মাথায় রেখে এই অতিরিক্ত যাত্রী পরিষেবা প্রদান করতে চলেছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা।

সাগরদিঘিতে জলে ডুবে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: স্নান করতে নেমে জলে ডুবে মৃত্যু হলো এক ব্যক্তির। ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রাণকেন্দ্র সাগরদিঘির আদালত সংলগ্ন ঘাটে।

প্রত্যক্ষদর্শী রোহিত প্রামানিক জানান, মৃত ব্যক্তি সাইকেল নিয়ে ঘাটে এসেছিলেন। জামা কাপড় খুলে গামছা পড়ে তিনি জলে নামেন স্নান করতে। কিন্তু হঠাৎই তিনি জলে ডুবতে দেখেন ওই ব্যক্তিকে। রোহিতবাবু নিজে সাঁতার জানেন না তাই তার পক্ষে বাঁচাতে যাওয়া এক প্রকার অসম্ভব ছিল। যতক্ষণে সাঁতার জানা লোক এসে তাকে উদ্ধার করে ততক্ষণে তার মৃত্যু হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানানো হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কোচবিহার কোতোয়ালি থানার পুলিশ।

সিতাই-চামটায় নতুন পাকা রাস্তা নির্মাণের কাজের সূচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, সিতাই: সিতাই-চামটায় নতুন পাকা রাস্তা নির্মাণের কাজের সূচনা করলেন রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। রবিবার দুপুর একটা নাগাদ দিনহাটার সিতাই ব্লকের চামটা এলাকায় পাকা রাস্তা নির্মাণের কাজের সূচনা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ ছাড়াও সিতাইয়ের বিধায়ক জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া এবং এলাকার অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বরাদ্দকৃত অর্থে এদিনের এই রাস্তা নির্মাণের কাজের সূচনা করে মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, কেন্দ্রের মোদি সরকার রাজ্যের একশো দিনের প্রকল্পের টাকা, আবাস যোজনার টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। এই রাজ্যে উন্নয়নের কাজকর্ম সঠিকভাবে এগোতে না পারে। কিন্তু যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সে রাজ্যের উন্নয়ন কোনদিনও ব্যাহত হতে পারে না। তাইতো কেন্দ্রীয় সরকার হকের টাকা বন্ধ করে দিলেও সারা রাজ্য জুড়ে উন্নয়নের কাজকর্ম থমকে থাকেনি। রাজ্যজুড়ে উন্নয়নের কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। তিনি বলেন, এই উন্নয়নের কাজকে আরো ত্বরান্বিত করে তুলতে হবে। এর জন্য মুখ্যমন্ত্রীর হাতকে শক্ত করতে হবে। রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করে চলেছে। সেই উন্নয়ন দপ্তরের টাকায় চামটা এলাকায় এই রাস্তাটি নির্মাণের কাজের সূচনা হল। আগামী ছয়মাসের মধ্যে এই কাজ সম্পন্ন হবে। চামটা গ্রাম পঞ্চায়েতের পথিকের চৌপথি থেকে চোরখানা চৌপথি পর্যন্ত ১৭০০ মিটার পাকা রাস্তার কাজের জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর ১ কোটি ৫১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৪৭ টাকা বরাদ্দ করেছে বলে মন্ত্রী জানান।

বিজেপিতে যোগদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: নিশীথ প্রামাণিকের হাত ধরে বিজেপিতে যোগদান তৃণমূলের অঞ্চল সহ-সভাপতি সহ ৭৫ জন কর্মী। লোকসভা নির্বাচনের আগে আবারও তৃণমূলের ঘর ভাঙলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। শনিবার রাতে ভেটাগুড়িতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের বাসভবনে যোগদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে শীতলকুচি বিধানসভা কেন্দ্রের লালাবাজার অঞ্চলের প্রাক্তন অঞ্চল তৃণমূল সহ-সভাপতি বিনোদ বর্মন সহ ৭৫ জন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী বিজেপিতে যোগদান করে। জানা গিয়েছে বিনোদ বর্মনকে দলবিরোধী কাজের অভিযোগ এনে কিছুদিন আগেই তৃণমূল কংগ্রেস দল থেকে বহিষ্কার করে জেলা নেতৃত্ব। আজ সেই বহিষ্কৃত তৃণমূল কংগ্রেস নেতা বিজেপিতে যোগদান করেই সংবাদ মাধ্যমকে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে কি জানান দলের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় ও গোষ্ঠী কোন্দলের কারণে তিনি বিজেপিতে যোগদান করেন।

ঝাঁটা হাতে মিছিল বিজেপি মহিলা মোর্চার কর্মীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: রোহিঙ্গা নিয়ে এসে মন্ত্রী উদয়ন গুহ শান্ত ভেটাগুড়িকে অশান্ত করতে চাইছে অভিযোগ বিজেপি জেলা সম্পাদকের। শনিবার দুপুর একটা নাগাদ ভেটাগুড়িতে পাল্টা ঝাঁটা হাতে মিছিল করল বিজেপি মহিলা মোর্চার কর্মীরা। প্রসঙ্গত এইদিন সকালে মন্ত্রী উদয়ন গুহ, জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি, সিতাই বিধায়ক সহ তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা মিছিল করে পঞ্চায়েতে ভোটের পর বন্ধ থাকা ভেটাগুড়ি-১ ও ২ নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কার্যালয় খোলে। তৃণমূলের সেই কর্মসূচি শেষ হবার ঘন্টা খানেকের মধ্যেই পাল্টা ভেটাগুড়িতে ঝাঁটা হাতে নিয়ে মিছিল করে প্রতিবাদ জানালো বিজেপি মহিলা মোর্চার সদস্যরা। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সম্পাদক অজয় রায়, আবুয়াল আজাদ সহ মহিলা মোর্চার কর্মীরা। এই বিষয়ে অজয় রায় অভিযোগ করে বলেন, শান্ত ভেটাগুড়িকে মন্ত্রী উদয়ন গুহ কিছু রোহিঙ্গা নিয়ে এসে অশান্ত করতে চাইছে সেই কারণে মহিলারা ঝাঁটা নিয়ে তাদের খুঁজতে এসেছেন।

বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: দিনহাটাতে মন্ত্রীর বাসভবনে প্রায় ১৫ টি পরিবারের বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান। রবিবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ দিনহাটাতে মন্ত্রী উদয়ন গুহের বাসভবনে তার হাত থেকে তৃণমূলের দলীয় পতাকা হাতে তুলে নিয়ে ১৫ টি পরিবারের বিজেপি কর্মীরা বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। এই যোগদান কর্মসূচিতে মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বড়শাকদল অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কল্যাণ কুমার সরকার, বড়শাকদল গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ভবরঞ্জন বর্মন ছাড়াও অন্যান্য নেতৃত্ব।

দুর্ঘটনার কবলে পড়লো দুটি বাঁশবোঝাই লরি

নিজস্ব সংবাদদাতা, খড়িবাড়ি: সাতসকালে দুর্ঘটনার কবলে পড়লো দুটি বাঁশবোঝাই লরি এবং একটি বালিবোঝাই লরি। সোমবার খড়িবাড়ির বাতাসীর জাতীয় সড়কের ঘটনা। জানা গিয়েছে, পাথরবোঝাই লরি ব্রেক কষতেই পিছন থেকে আসা বাঁশবোঝাই লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। ঘটনাস্থলে দুমরে মুচড়ে যায় বাঁশবোঝাই লরিটি। পরে বাঁশবোঝাই লরিতে আটকে পড়লে চালককে উদ্ধার করা হয়।

অন্যদিকে, অপর একটি বাঁশবোঝাই ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে এক দোকান ধাক্কা দেয়। গোটা ঘটনায় এক চালক আহত হন বলে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত চালক জানান, অসম থেকে উত্তর প্রদেশের দিকে যাচ্ছিল বাঁশবোঝাই লরি দুটি। গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ।

তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: ভেটাগুড়িতে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান প্রায় ২০ টি পরিবারের। রবিবার বিকেল আনুমানিক সাড়ে তিনটা নাগাদ ভেটাগুড়ি-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে এই যোগদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন ভেটাগুড়ি-১ নম্বর অঞ্চল তৃণমূলের প্রাক্তন অঞ্চল সম্পাদক সনাতন বর্মন, খিজেন বর্মন, মনা বর্মন, নৃপেণ দাস, অজিত বর্মন সহ মোট ২০ টি পরিবার তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেন বলে দাবি করলেন বিজেপি নেতৃত্ব। এদিনের এই যোগদানের সময় সেখানে বিজেপির তরফে উপস্থিত ছিলেন রতন বর্মন, অজিত মহন্ত, ভেটাগুড়ি-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান অপু রায়, অপু মহন্ত সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: ওকরাবাড়ি আলাবকস উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল। এই বিষয়ে বুধবার বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ সেকেন্দার আলী বলেন, মেডিক্যাল সার্ভিস সোসাইটির পরিচালনায় ও জামায়াতে ইসলামী হিন্দের ব্যবস্থাপনায় এই স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়। এই বিষয়ে দিনের এই রক্তদান শিবিরের শুভ উদ্বোধন করেন বামনহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ডাক্তার মিরাজউদ্দিন। এই স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে তিনজন মহিলা সহ মোট ৩৫ জন রক্তদান করেন। উপস্থিত ছিলেন জামায়াতে ইসলামী হিন্দের জেলা সভাপতি রফিউদ্দিন আহমেদ, সহকারী সভাপতি একরামুল হক, ওকড়াবাড়ি অঞ্চলের আঞ্চলিক নাজিম সেকেন্দার আলী ও বিশিষ্টজনেরা।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ভোট ভুয়ো ভোটার

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালন সমিতির নির্বাচনে এবার ভুয়ো ভোটার। শনিবার বিকেল তিনটা নাগাদ এই অভিযোগে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল মুন্সিরহাট সাদেকিয়া হাই মাদ্রাসা পরিচালন সমিতি নির্বাচন কেন্দ্রে।শাসক দলের এক নির্বাচিত পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সহ আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে তৃণমূল প্রার্থীদের হয়ে ভুয়ো ভোট দেওয়ার অভিযোগ ওঠায় শোরগোল পড়ে যায়।অভিযোগ করলেন শিক্ষা বাঁচাও কমিটির এক প্রার্থী আতিয়ার হক। অপরদিকে এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিলেন মুন্সিরহাট সাদেকিয়া হাই মাদ্রাসার পরিচালন সমিতি নির্বাচনের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মোস্তাফা তিনি বলেন যারা ফিল্ড ওয়ার্ক করেনি তারা কিভাবে ভোটার চিনবে।যারা পাশের বাড়ির লোককে ভোট দেওয়ার কথা বলে তারা কিভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।তাই এইসব অভিযোগ করে লাভ নেই।তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বলেন আমরা আশাবাদী আমাদের প্রার্থীরা ৬ জনেই জয়লাভ করবে।

নববর্ষ উপলক্ষে মা ক্যান্টিনে কমলালেবু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ক্যাম্পাসে মা ক্যান্টিনে যে সকল মানুষেরা খাবার খেতে এসেছিলেন পয়লা জানুয়ারি উপলক্ষে কোচবিহার পৌরসভার পক্ষ থেকে যে তাদের হাতে খাবারের পাশাপাশি একটি করে কমলালেবু তুলে দিলেন কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। প্রায় ৩০০ জন মানুষের হাতে এই ফল তুলে দেওয়া হয়।

অবৈধ গাঁজা কেটে পুড়িয়ে দিল পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, সিতাই: সিতাইয়ে ৫৩৮ সিঙ্গিমারী নদীর চরের অবৈধ গাঁজা কেটে পুড়িয়ে দিল পুলিশ। বুধবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ সিতাই থানার তরফে জানানো হয় যে আবগারি দফতর ও সিতাই থানার যৌথ অভিযানে সিতাই ব্লকের ৫৩৮ সিঙ্গিমারী নদীর চরে লাগানো অবৈধ গাঁজা ক্ষেত কেটে পোড়ানো হয়। এইদিনের এই অভিযানে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন সিতাই থানার আইসি প্রবীণ প্রধান, সাব ইন্সপেক্টর অমর বর্ধন ও আবগারি দফতরের আধিকারিকরা। আইসি প্রবীণ প্রধান বলেন, এদিন প্রায় ত্রিশ (৩০) বিঘা জায়গা জুড়ে নদীর চরে লাগানো অবৈধ গাঁজা গাছ কেটে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আগামীতেও এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেন জানান তিনি।

ওকড়াবাড়িতে ইন্টিগ্রেটেড ইংরেজী মাধ্যমের মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: ওকড়াবাড়িতে ইন্টিগ্রেটেড ইংরেজী মাধ্যমের মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজের শুভ সূচনা হল। বুধবার বিকেলে আনুমানিক তিনটে নাগাদ একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়ের কাজের শুভ সূচনা করেন সিতাই বিধানসভার বিধায়ক জগদীশ চন্দ্র বর্মাবসুনিয়া। তিনি ছাড়াও সেখানে উপস্থিত ছিলেন দিনহাটা-১ নম্বর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক গঙ্গা ছেত্রী, জেলা পরিষদের বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ নূর আলম হোসেন, ওকরাবাড়ি আলাবকস উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিশ্বনাথ দেব, দিনহাটা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তপতী রায় বর্মন থেকে শুরু করে এলাকার বিশিষ্টজনেরা। এই বিষয়ে সিতাই বিধায়ক জগদীশ চন্দ্র বর্মাবসুনিয়া বলেন, ওকড়াবাড়িতে সম্পূর্ণ সরকারী অর্থে প্রায় পৌনে তিন কোটি টাকা ব্যয়ে ইন্টিগ্রেটেড ইংরেজী মাধ্যমের মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ হবে। সেই বিদ্যালয় নির্মাণ কাজের আজ শুভ সূচনা হল। আমরা এক বছর সময় দিয়েছি যিনি এজেন্সি রয়েছে বিদ্যালয় নির্মাণ কাজের। আমরা আশা রাখছি ২০২৫ সালের মধ্যে বিদ্যালয় নির্মাণ কাজ শেষ করে ছাত্র ভর্তি করে পঠন-পাঠন চালু করার। আরও জানা গিয়েছে ওকড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় ফলিমারি গ্রামের বেলতলায় ওকড়াবাড়ি আলাবকস উচ্চ বিদ্যালয়ের নিজস্ব জমিতে এই বিদ্যালয়টি নির্মিত হবে।

কোচবিহার-দার্জিলিং বাস চলবে, ঘোষণা নিগমের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দার্জিলিং সবারই প্রিয় জায়গা। কিন্তু সেখানে যেতে হলে আগে পৌঁছাতে হবে শিলিগুড়ি। তারপর সেখান থেকে বাসে বা ছোট ভাড়া গাড়িতে চেপে পৌঁছাতে হবে দার্জিলিং। আর তা নিয়ে আক্ষেপের শেষ ছিল না কোচবিহারের বাসিন্দাদের। এবারে সেই আক্ষেপ ঘুচিয়ে দিল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। কোচবিহার থেকে সরাসরি দার্জিলিং যাওয়ার বাস চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিগম। সেই সঙ্গেই নতুন করে শিলিগুড়ি-রাঁচি বাস সার্ভিস চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বছর দশেক ধরে ওই রুটের নিগমের বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে। সেই সঙ্গে উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতা যাওয়ার পুরনো বাস বদলে নতুন বাস চালানোর সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। এছাড়া ডুয়ার্স উৎসব ও বইমেলার জন্য অতিরিক্ত বাস পরিষেবাও চালু করা হয়েছে। ২৬ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক করে ওই ঘোষণাগুলি করেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। তিনি বলেন, "নতুন বছরে উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের হাতে নতুন কিছু উপহার তুলে দেওয়া হল। বেশ কিছু রুটে নতুন করে বাস চলাচল আমরা শুরু করছি। সেই সঙ্গে এবারে কোচবিহার থেকে সরাসরি দার্জিলিং পর্যন্ত বাস পরিষেবা চালু করা হবে। সাতাশ আসনের ওই বাস সপ্তাহে তিনদিন চলাচল করবে।"

শিলিগুড়ি থেকে রাঁচি যাওয়ার জন্য তিনটি নতুন বাস বরাদ্দ করেছে নিগম। নতুন বছরের শুরু থেকেই ওই বাস পরিষেবা চালু করা হয়। পঞ্চান্ন সিটের নিগমের বাস প্রতিদিন ওই রুটে চলাচল করবে। দশ বছর ধরে ওই রুটে বাস চলাচল বন্ধ ছিল। তা নিয়ে ক্ষোভও ছিল যাত্রীদের মধ্যে। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকে কলকাতা পর্যন্ত যে বাস চলাচল করছে, তা বদলে দেওয়া হবে। পুরনো গাড়ির জায়গায় নতুন গাড়ি ওই রুটে চলাচল করবে। সেক্ষেত্রে কিছু রকেট সার্ভিস যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বাস পরিষেবা। পুরনো বাসগুলিকে কম দূরত্বের যাতায়াতে চালানো হবে। নিগম চেয়ারম্যান জানান, ৪৩ টি নতুন বাস এসেছে নিগমের হাতে। পাশাপাশি আরও ৩০ টি সিএনজি বাস শীঘ্রই নিগমের হাতে পৌঁছাবে। সেই বাসগুলিকেও রাস্তায় নামানো হবে। ময়নাগুড়ি থেকে ধাপড়া পর্যন্ত একটি বাস পরিষেবা চালু করা হবে। ওই রুটে বাস পরিষেবা করোনার সময় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

নিগমের চেয়ারম্যান এদিন আরও জানান, আলিপুরদুয়ারের ডুয়ার্স উৎসব, ফালাকাটার বইমেলা এবং কোচবিহারের বইমেলার কথা মাথায় রেখে অতিরিক্ত বাস পরিষেবা চালানোর কথা ভাবা হয়েছে। সেই সঙ্গে রাতে বাস পরিষেবা দেওয়ার সময়ও খানিকটা বাড়ানোর কথা ভাবা হয়েছে। সরাসরি দার্জিলিংয়ের বাস পাওয়ার কথা খুশি কোচবিহারের বাসিন্দারা।

চুরি হওয়া স্কুটি উদ্ধার, গ্রেফতার ৩

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: সম্প্রতি শিলিগুড়ির সেবক রোড থেকে তিনটি স্কুটি চুরি যায়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে ভক্তিনগর থানার পুলিশ বিভিন্ন জায়গার সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে প্রথমে প্রীতম মন্ডল নামে একজনকে গ্রেফতার করে। পুলিশ জেরা করে জানতে পারে স্কুটি চুরি চক্রে জড়িত রয়েছে আরও দুজন। সেখান থেকে বিজয় রায় ও রাজেন রায়ের নাম উঠে আসে। এরপর তাদের গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃত তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে উদ্ধার হয়েছে চুরি হয়ে যাওয়া ৪ টি স্কুটি। ধৃতদের জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা, সিতাই: আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল সিতাই থানার পুলিশ। শনিবার রাত আনুমানিক সাড়ে দশটা নাগাদ এই কথা জানান কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য্য। সিতাই থানা সূত্রে জানা গিয়েছে শনিবার ভোরবেলা গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে সিতাই থানার আইসি প্রবীণ প্রধানের নেতৃত্বে ও সাব ইন্সপেক্টর অমর বর্ধন ও অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীদের উপস্থিতিতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ৫৩৮ সিঙ্গিমারী এলাকা থেকে মহাদেব মন্ডল নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে সিতাই থানার পুলিশ। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র ও একটি কার্তুজ। এরপর আজ শনিবার দুপুরে দিনহাটা মহকুমা আদালতে মহাদেব মন্ডলকে হাজির করলে মহকুমা আদালতের বিচারক ৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

সিতাইয়ে যুব তৃণমূলের ধিক্কার মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, সিতাই: স্বামীজিকে অপমান বিজেপি নেতৃত্বের এই অভিযোগ এনে প্রতিবাদ সিতাইয়ে যুব তৃণমূলের ধিক্কার মিছিল। মঙ্গলবার বিকেলে সিতাই ব্লকের চামটা গ্রাম পঞ্চায়েতের চামটা বাজার ও গিরিধারী বাজারে ধিক্কার মিছিল করে যুব কংগ্রেসের নেতৃত্বরা। এই বিষয়ে সিতাই ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি বিশু রায় প্রামাণিক বলেন, রাজ্য বিজেপির সভাপতি ডক্টর সুকান্ত মজুমদার স্বামী বিবকানন্দের বাণীকে বিকৃত করে একটি বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন তার তীব্র প্রতিবাদ জানাই। বিশুবাবু আরও বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন "গীতা পাঠের চেয়ে ফুটবল খেলা ভালো" কিন্তু মহান মনীষী সেই বাণীকে বিকৃত করে সুকান্তবাবু বলেন "ফুটবল খেলার চেয়ে গীতা পাঠ ভালো"। তাই সুকান্তবাবু এই মন্তব্যকে তীব্র প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি রাজ্য বিজেপি নেতাদের এহেন ও কার্যক্রম কখনোই সহ্য করা হবে না। সেই কারণেই আজকের এই ধিক্কার মিছিল। মিছিলে ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি বিশু রায় প্রামাণিক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্য তথা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক বিন তুঘলক মিয়া, ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেস সহ-সভাপতি অনিমেষ বসুনিয়া ছাড়াও ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলের যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি, যুব তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী ও নেতৃত্বরা।

বড়দিনের উৎসবে মেতে উঠলো দিনহাটা

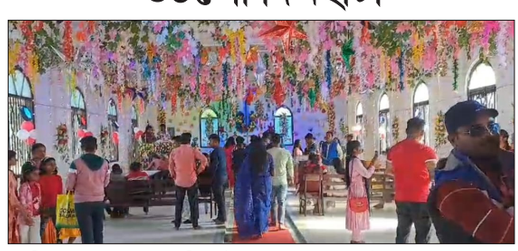

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: যীশু খ্রিস্টের জন্মদিন তথা বড়দিনের উৎসবে মেতে উঠলো দিনহাটার বিভিন্ন গির্জা চত্বর। কেবল খ্রিস্টান ধর্মালম্বী মানুষই নয় গির্জা চত্বরে ভিড় জমান জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের সাধারণ মানুষ। সোমবার ছিল যীশু খ্রীষ্টের জন্মদিন। এইদিন দিনহাটা শহর সংলগ্ন বউবাজার এলাকায় গির্জায় ছিল উৎসবের মেজাজ। গির্জায় প্রার্থনা সভার পর সাধারণ মানুষের ভিড় উপচে পড়ে দিনভর বহু মানুষ গির্জা চত্বরে ভিড় জমান। বড়দিন উপলক্ষে দিনহাটার পেটলা আদিবাসী অধ্যুষিত জমাদরবস এলাকায় যেন উৎসবের আমেজ। এই গ্রামে দুটি গির্জা রয়েছে, একটি রোমান ক্যাথলিক গির্জা এবং অপরটি প্রটেস্ট্যান্ট মতালম্বী মানুষের গির্জা। দুটি গির্জাতে ভিড় যেন উপচে পড়েছিল। উৎসবের আবহ ছিল দিনহাটা-২ নম্বর ব্লকের কিসামত দশগ্রামের গির্জাতেও। সেখানেও মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

সম্পাদকীয়

ইহা-ই যেন ভবিতব্য

আবারও যুদ্ধের দামামা বেজেছে। অস্ত্র হাতে ছুটতে শুরু করেছে দু'পক্ষ। ক্ষমতা দখলের এ লড়াইয়ে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠে যায়। তবুও যেন কিছুই করার নেই। ইহাই ভবিতব্য ধরিয়া এগিয়ে যেতে হবে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময়কালেও আমরা দেখেছি দু'পক্ষের লড়াইয়ে রক্তাক্ত হয়েছে কোচবিহারের মাটি। বুথের ভেতরে লাশ পড়ে থাকতে দেখেছেন মানুষ। এ চিত্র শুধু গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের নয়। সেই যে স্বাধীনতার পর থেকে গণতান্ত্রিক যুদ্ধ শুরু হয়েছে, সেই সময় থেকে একই ছবি ফুটে উঠছে কোচবিহারের পর্দার চিত্রে। তা নিয়ে যেন কারও কোনও হতাশা নেই, আক্ষেপ নেই। যা চলছে চলুক, এমনই ধরে নিয়ে এগিয়ে চলেছে সবাই। সামনেই আবার লোকসভা নির্বাচন। তা নিয়ে এলাকা দখল শুরু হয়েছে। তার পরিণাম মারপিট, দাঙ্গা। সে সবও শুরু হয়েছে। দিনে দিনে যা আরও কলেবরে বাড়িবে বলেই ধরিয়া নেওয়া হইয়াছে। তা রোধের উপায় কী? তা নিয়ে কেউই ভাবিত নন। পুলিশ-প্রশাসন তো নয়ই। রাজনৈতিক দলগুলির কারও সে সব কথা মাথায় পৌঁছায় না। পৌঁছলেও তা কোনও কাজ করে না। কাজ করলেও ক্ষমতা হারানোর ভয়ে সবাই চুপ। আসলেই, অস্ত্র হাতে দাপাদাপিই তো নির্বাচন জেতানোর মহাঔষধ। এ সব দেখিয়া দুঃখ হয়, কষ্ট হয়। তার পরেও যেন কিছুই করার নেই। সবই উহার হাতে ধরিয়া বসে থাকতে হয়।

কবিতা

বাবাক্ষ্যাপা

.... মৃত্যুঞ্জয় ভাওয়াল

উদাস ঘোষের কীর্তি শুনে হয়তো যাবে রেগে,
বাপের জন্মে বাবা এমন বাপ দেখি নি আগে!
ছোটো ছেলের মাধ্যমিকে কালকে ছিলো ভূগোল,
যাওয়ার পথে কান্ড ঘটায় এত্তো বড়ো পাগল!
বাবা, ছেলে, স্কুল ব্যাগ-বেল বাজা দুই চাকা
এদিকটাতে লোকজন কম রাস্তাটা বেশ ফাঁকা।
পাশ দিয়ে এক বাইক উড়ে যায় ভীষণ রকম তাড়া!
হঠাৎ কুকুর -- বেতাল চাকা: তিন সওয়ারি পড়া!
দুমড়ানো যান, কাতর আওয়াজ রাস্তা রাঙ্গা হলো
"ও ভ্যান ভাই, তোলো এদের হাসপাতালে চলো।"
দুই বেচারার জখম বেশি একটি ছেলের কম,
উদাস ঘোষের শক্ত চোয়াল আটকাবে সে যম।
লোক তো আরো এসেই ছিল ছেড়ে দেওয়াই যেতো,
কেটে পড়লে ছেলের কী আর পরীক্ষা মিস হোতো!!
রক্ত মাখা একটা মাথা রাখলো ছেলের কোলে
বাঁধলো ক্ষত সে বেচারার স্কুল শার্ট খুলে!
হাসপাতালে এদিক ওদিক--একটা গেলো বেজে
নিজের ছেলের ভবিষ্যতের বারো বাজায় নিজে!
এমন দশা করেছে তো লাগাম ছাড়া গতি,
তোমার কিসের দরদ, ওরা শ্যালক নাকি নাতি??
বিপদ ওদের কেটে গ্যাছে সুস্থ হয়ে যাবে,
ছেলের যে তোর বছর গেলো কে ফিরিয়ে দেবে??
বড়োটাকেও এমনি করে শেষ করেছে বাপ!
কাজ কাম নেই, মাথায় শুধু সমাজ সেবার চাপ!
" পরীক্ষা নয় পরের বছর দিবে আমার ছেলে
পরান কি আর আইবো ফিরা ফুড়ুৎ হইয়া গ্যালে?"
ব্যাটা যেন শাহরুখ খান ডায়লগ দ্যায় ঝেড়ে!
এমন বাপের ছেলে কী আর মানুষ হতে পারে?!

গল্প

অতিথি (অণুগল্প)

...জয়ন্ত কুমার দত্ত

চিমনির পাইপের উপর বারান্দার রেলিংয়ে ওদের আস্তানা। সারাদিন হুটোপুটি, ঝাপটা ঝাপটি, ঠোকাঠুকি লেগেই আছে। ওরা মানে --- রিনি আর ঝিনি। আমাদের প্রিয় দুটো ঘুঘু। বেশ উপভোগ করি ওদের খুনসুটি। সকাল হলেই ওদের খাবার দেয়া বিট্টুর এখন একটা ডিউটি। টুকটুক করে খায়। ওদের খাওয়া দেখতে বেশ লাগে। দিনের অনেকটা সময়ই আমি আর বিট্টু ওদের সঙ্গে কাটাই। কিন্তু সমস্যা হল রান্নার সময় চিমনি চললে চিমনির আওয়াজে ওদের আর দেখা পাওয়া যায় না। তবে রান্নাবাড়ি শেষ হলে আবার ঠিক সময় মতন আস্তানায় চলে আসে। রোজ ভোরে জানালার কাঁচে ঠুক-ঠুক শব্দ করে আজকাল আমাদের ঘুম ভাঙ্গায় রিনি-ঝিনি।

তবে বেশ কয়েকদিন ধরে ওরা নেই। বিট্টুর মন খারাপ। পুজোর ছুটিতে বাড়িতে এসেছে। দুদিন পরে চলে যাবে। অথচ রিনি-ঝিনির দেখা নেই। হঠাৎ হঠাৎ চলে যায়, আবার ফিরেও আসে সেটা অবশ্য আমাদের অজানা নয়। তবে এবার অনেকদিন হয়েছে।

দুপুরবেলা সবে ভাত খেতে বসেছি। বিট্টু বাড়ির সামনের বারান্দায় লনে দাঁড়িয়ে। ওখান থেকেই চিৎকার করে বলছে বাবা এসে দেখে যাও রিনি এখানে বাসা বেঁধেছে। আমি খাবার ফেলে দৌড়ে গিয়ে দেখি বারান্দার জড়ানো পর্দার উপরে নতুন করে বাসা বেঁধেছে রিনি। চুপচাপ বসে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। যেন কেমন ফাঁকি দিলাম এমন একটা ভাব। বিট্টু যত্ন করে পর্দাকে সেট করে দিয়ে বলল--- রিনির নতুন ঘর। ভাঙবে না কিন্তু। কড়া নির্দেশ বিট্টুর। -- মনে হয় ও ডিম পেরেছে।

আমি আর বিট্টু এখন যত্ন করে খাবার দেই। বিট্টু রিনির ছবি তুলে বন্ধুদের পাঠায়। ঝিনি চিমনির পাইপের উপরের ঘরেই থাকে। ঘরে আজ নতুন অতিথির আগমন। বিট্টুর মন খুশিতে ডগমগ। ওদের অসুবিধার কথা ভেবে বললাম ---ক'দিন না হয় রান্নাবাড়ি অন্য ঘরেই হোক। একটু বড় হলে ও পরিস্থিতি ঠিক মানিয়ে নেবে রিনিঝিনির মতই...।

১৩ জানুয়ারি- অবশেষে আত্মসমর্পণ করলেন কমতাপুর লিবারেশন (কেএলও) প্রধান জীবন সিংহ। দীর্ঘদিন ধরে তাঁর আত্মসমর্পণ নিয়ে আলোচনা চলছিল। অসমের মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যস্থতাতে শান্তি আলোচনাও শুরু হয়েছে।

১৫ জানুয়ারি- নিউ কোচবিহারে স্পোর্টস হাব তৈরির জন্য ভুমিপুজো অনুষ্ঠিত হয়। ওই অনুষ্ঠানের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন দেশের ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক ও জন বারলা।

৪ ফেব্রুয়ারি- কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

১১ ফেব্রুয়ারি- মাথাভাঙায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা। সভা ঘিরে উদ্দামনা তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের। বিএসএফের গুলিতে নিহত দিনহাটার গীতালদহের প্রেম কুমার বর্মণকে মঞ্চে হাজির করল তৃণমূল।

২১ ফেব্রুয়ারি- কোচবিহারের ভেটাগুড়িতে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিকের বাড়ি ঘেরাও করে আন্দোলনে নামে তৃণমূল।

২১ ফেব্রুয়ারি- কোচবিহার থেকে কলকাতা বিমান চলাচল শুরু। ৯ আসনের একটি বিমান চলাচল শুরু করল।

২৫ ফেব্রুয়ারি- নিশীথ প্রামাণিকের জনসংযোগ কর্মসূচি ঘিরে গন্ডগোল কোচবিহারের দিনহাটার গ্রামে। গুলি, বোমাবাজির অভিযোগ।

৫ এপ্রিল- উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে যোগ দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

২৪ এপ্রিল- দিনহাটার বামনহাট থেকে তৃণমূলের নবজোয়ার কর্মসূচির সূচনা হয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

২ জুন- দিনহাটায় এক নম্বর ব্লকের শিমুলতলার খড়খড়িয়া গ্রামে নিজের বাড়িতেই গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় বিজেপি নেতা প্রশান্ত রায় বসুনিয়ার।

২৬ জুন- কোচবিহারের চান্দামারিতে সভা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়।

১ জুলাই- কোচবিহারে পৌঁছলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। পঞ্চায়েতের নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক সংঘর্ষে নিহত ও জখম বিজেপি কর্মীদের বাড়ি বাড়ি গেলেন রাজ্যপাল। হাসপাতালে গিয়ে জখমদের সঙ্গে কথা বললেন।

৮ জুলাই- পঞ্চায়েত নির্বাচন। কোচবিহারে বোমা-গুলিতে একাধিক নিহত। সকালেই কোতোয়ালি থানার ফলিমারিতে বিজেপি কর্মী খুন হয়। দিনহাটা ভিলেজ- ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাংনী ১ এলাকায় বুথ চত্বরেই ৮ জুলাই পঞ্চায়েত ভোটের দিন গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় এক বিজেপি কর্মীর।

২৬ জুলাই- কোচবিহারে কালজানিতে নির্যাতিতার মৃত্যু, বিজেপি-তৃণমূল গোলমালে উত্তেজনা।

২৭ অক্টোবর- অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হল মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশ অধিকারীর পুত্র হিরকজ্যোতীর।।

২৮ নভেম্বর- ১৭ দিন বাদে উত্তর কাশীর সুড়ঙ্গ থেকে উদ্ধার হলেন কোচবিহারের বলরামপুরের বাসিন্দা মানিক তালুকদার। ওই সুড়ঙ্গে আটকে পড়া ৪১ জনের তালিকায় তিনিও ছিলেন।

৯ নভেম্বর- দুর্ঘটনায় লাগাতার মোহনের (কচ্ছপ) মৃত্যুতে কোচবিহারের বাণেশ্বরে ধর্মঘট।।

৩ নভেম্বর- কোচবিহারে ছয়টি হাতির দল। দু'দিন ধরে তাণ্ডব দিনহাটা, মাথাভাঙা ও শীতলখুচিতে। ৪ জন গ্রামবাসীর মৃত্যু।

২ ডিসেম্বর- বিএড কলেজের দুর্নীতির তদন্তে কোচবিহারে সিবিআই অভিযান।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ছয় স্কুল ছাত্রীকে ধাক্কা মারলো ট্রাক্টর

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দোকানে ঢুকে পড়ল একটি ট্রাক্টর। ট্রাক্টরের ধাক্কায় আহত ছয় স্কুল ছাত্রী সহ এক মহিলা। রতুয়ার থানার বাজিতপুর এলাকার এই ঘটনা। জানা গিয়েছে আহতরা প্রত্যেকে ভালুকা হাইস্কুলের ছাত্রী। এই দুর্ঘটনার বিষয়ে এলাকাবাসীরা জানান, রতুয়া থেকে ভালুকার দিক থেকে একটি খালি ট্রাক্টর আসছিল। ঠিক সেই সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রতুয়ার বাজিতপুর কলোনির কাছে রাস্তার ধারে একটি দোকানে ঢুকে যায় এবং সেই সময় রাস্তার ধার দিয়ে ছয়জন স্কুল পড়ুয়া বাড়ি ফিরছিল। তাদেরকে ধাক্কা মেরে দোকানে ঢুকে পড়ে ট্রাক্টরটি। স্থানীয়রা ওই স্কুল ছাত্রীদের প্রথমে ভালুকা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায় এবং সেখান থেকে তাদেরকে রেফার করা হয় মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। এই ঘটনায় ওই এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। স্থানীয়রা পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে রতুয়া থানার বিশাল পুলিশবাহিনী আসে। অবরোধ তুলতে অবরোধকারীদের সাথে ধস্তাধস্তিও হয় পুলিশের বলে জানা গিয়েছে। প্রায় ঘন্টাখানেক পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানায় পুলিশ।

কেশরীবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী বর্ষ অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা, সিতাই: বৃক্ষরোপণ ও বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে কেশরীবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী বর্ষ অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন বিধায়ক। বৃহস্পতিবার দুপুর একটা নাগাদ সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের মাঠে বৃক্ষরোপণ পাশাপাশি বিদ্যালয় পার্শ্ববর্তী এলাকায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন হয়। শুভ উদ্বোধন করেন সিতাই বিধায়ক জগদীশ চন্দ্র বর্মাবসুনিয়া। আজকের এই অনুষ্ঠানে বিধায়ক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কেশরীবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের টিচার ইনচার্জ তাপস রায়, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি অনিমেষ ভট্ট, সিতাই-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দিনোহরি রায়, বিশিষ্ঠ সমাজসেবী বিশু রায় প্রামাণিক, হরিদাস বর্মন থেকে শুরু করে বিদ্যালয়ে বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী। বৃক্ষরোপণ ও বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার সঙ্গে বিদ্যালয় মাঠে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও বিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন হয়। সিতাই বিধায়ক জগদীশ চন্দ্র বর্মাবসুনিয়া বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নতি-সাধন পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ আরো উজ্জ্বল হোক এবং বিদ্যালয়ের নাম আরো দূর-দূরান্ত ছড়িয়ে যাক সেইসব বিভিন্ন বিষয় বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেন।

কোচবিহারে শুরু হল আয়ুষ মেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোচবিহার জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে আজ থেকে শুরু হলো তিন দিনব্যাপী আয়ুষ মেলা। মূলত এই মেলার মূল লক্ষ্য হলো আয়ুষ সচেনতা কার্যক্রম। এখানে হোমিওপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার সুব্যবস্থা ও ফ্রি স্বাস্থ্য পরিসেবা রয়েছে। তার পাশাপাশি বিভিন্ন ঔষধের স্টল রয়েছে যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ নিয়ে যেতে পারবে। এই মেলা তিন, চার ও পাঁচ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে। এই আয়ুষ মেলার নিয়ে ডক্টর দেবব্রত দা তিনি বলেন, আয়ুষ মেলার মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের মধ্যে সচেতনতার প্রচার। তিনি আরো বলেন, পাঁচটি চিকিৎসা পদ্ধতি একত্রিত করে কেন্দ্রীয় সরকার নাম দিয়েছে আয়ুষ। সাধারণ মানুষের কাছে আয়ুষ চিকিৎসা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে জেলা স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে এই মেলা হচ্ছে বলে জানান তিনি। শুধু তাই নয় মডার্ন চিকিৎসার পাশাপাশি এই আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসারও আগামী দিনে যাতে আরো গুরুত্ব পায় সেই লক্ষ্যে মানুষের কাছে পৌঁছাতে এই মেলার উদ্যোগ। তিনি আরো বলেন, জেলা স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ দপ্তর ও আয়ুষ বিভাগের সহযোগিতায় এবং কোচবিহারের জেলাশাসকের সহযোগিতায় এই মেলা করা সম্ভব হয়েছে বলে জানান তিনি।

বিকল্প রাজনীতির পোস্টারম

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: 'বাংলায় বিকল্প রাজনীতি' এই তিন শব্দের একটি পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। ৩ জানুয়ারি বুধবার সকালে কোচবিহারের বার অ্যাসোসিয়েশনের সামনে ওই পোস্টার পড়েছে। তার আগে মাথাভাঙাতেও ওই পোস্টার পড়েছে। কারা এই পোস্টার সাটিয়েছে তা পরিষ্কার নয়। কারণ ওই পোস্টারের নিচে কোনও প্রচারকের নাম উল্লেখ নেই। কলকাতাতেও একই ধরণের পোষ্টার পাওয়া গিয়েছে। ওই পোস্টারের নেপথ্যে কারা তা নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। স্থানীয় বাসিন্দাদের কয়েকজন সকালে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে ওই পোস্টার দেখতে পান। তা নিয়ে জটলা বাঁধে।

বিজেপির দাবি, ওই পোস্টারের পিছনে রয়েছে তৃণমূলের অন্তর্কোন্দল। দলের বিরুদ্ধে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষোভের কথা প্রকাশ্যে এসেছে। তাঁর অনুগামীরাই রয়েছে ওই পোস্টারের পেছনে। বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, "তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী রয়েছে যারা মিটিং, মিছিলে ডাক পাচ্ছেন না এই কাজ তাদেরই। তাদের উপরে তৃণমূলের বড় নেতার হাত রয়েছে। কলকাতা থেকেই এটা হচ্ছে।" তৃণমূলের কোচবিহার জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মণ বলেন, "ওই ঘটনার পিছনে রয়েছে বিজেপি। গোষ্ঠীকোন্দলের জের। নির্বাচনের আগে লোকের মধ্যে বিভ্রান্ত করার একটি চক্রান্ত।"

দিনহাটা পৌরসভার নতুন ম্যারেজ হলের কাজের সূচনা হল

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: দিনহাটা পৌরসভার নতুন ম্যারেজ হলের কাজের সূচনা করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। বুধবার বিকেল তিনটা নাগাদ দিনহাটা পৌরসভার সংলগ্ন এলাকায় নতুন ওই ম্যারেজ হলের কাজের শিলান্যাস করেন তিনি। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী উদয়ন গুহ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সৌরভ ভট্টাচার্য, দিনহাটা পৌরসভার আধিকারিক অলোক কুমার সেন, পৌরসভার চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মাহেশ্বরী, ভাইস চেয়ারম্যান সাবির সাহা চৌধুরী সহ পৌরসভার কাউন্সিলররা এবং অন্যান্য আধিকারিকরা। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ম্যারেজ হলের পাশপাশি জল সরবরাহ, পেভার ব্লক রাস্তা, ড্রেন নির্মাণ তৈরি করতে মোট ১ কোটি ৯৭ লক্ষ ৬ হাজার ৯৩০ টাকা খরচ হবে। শুধু ভবন তৈরি করে দেওয়াই নয় পাশাপাশি বিদ্যুতায়নের কাজ করবে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর, তার জন্য ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে বলেও জানা গেছে। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী উদয়ন গুহ দিনহাটা শহরের নানা উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান তুলে ধরার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ওই ভবন তৈরীর ঠিকাদারকে কড়াভাবে নির্দেশ দেন যাতে দ্রুত সেই ভবন তৈরি করে পৌরসভার হাতে তুলে দেওয়া যায়। এদিন দিনহাটা পৌরসভার ওই ভবন তৈরীর কাজে শিলান্যাসের পাশাপাশি পৌরসভার চারটি ময়লা বহনকারী চারটি গাড়ির উদ্বোধন করেন তিনি। সবুজ পতাকা নাড়িয়ে সেই গাড়িগুলির উদ্বোধন করেন বলে জানা যায় এবং আগামীদিনে পৌর এলাকার ময়লা আবর্জনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে সেই গাড়িগুলি ব্যবহৃত হবে বলে পৌরসভা সূত্রে জানা গেছে।

কবি অরুণেশের জন্মদিন পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কবি অরুণেশ ঘোষের জন্মদিন পালন হল কোচবিহার জেলা বইমেলায়। ২৯ ডিসেম্বর শুক্রবার কোচবিহার জেলা বইমেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চে ওই অনুষ্ঠান হয়। ১৯৪১ সালের ২৯ ডিসেম্বর কোচবিহারের হাওয়ারগাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন অরুণেশ। তিনি কবিতার পাশাপাশি গল্প, উপন্যাস, নাটকও লিখেছেন। তাঁরা সারা জাগানো কাব্যগ্রন্থ 'শব ও সন্যাসী'। কোচবিহার জেলা বইমেলা শুরুর দু'দিনের মাথায় অরুণেশের জন্মদিন হওয়ায় তা পালনের সিদ্ধান্ত নেয় বইমেলা কমিটি। এদিন ওই মঞ্চের নামকরণও হয় অরুণেশের নামে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিখিলেশ রায়। অরুণেশের লেখালেখি নিয়ে আলোচনা করেন রঞ্জন রায়, সঞ্জয় সাহা এবং সুবীর সরকার। অরুণেশের লেখা পাঠ করেন পাপড়ি গুহনিয়োগী এবং নীলাদ্রি দেব।

প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের প্রস্তুতিমূলক সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোচবিহারের ল্যান্সডাউন হলে অনুষ্ঠিত হলো প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের প্রস্তুতিমূলক সভা। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের জেলাশাসক শ্রী অরবিন্দ কুমার মীনা যিনি এই সভার সভাপতিত্ব করেন। তাছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, কোচবিহার পৌরসভা এবং অন্যান্য সমস্ত বিভাগের কর্তা ব্যক্তিরা । জানা গিয়েছে এবারের প্রজাতন্ত্র দিবসেও কোভিড প্রোটোকল অনুসরণ করা হবে তাছাড়াও থাকবে কুচকাওয়াজ, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক দল, লোকশিল্পীদের অনুষ্ঠান ও প্রতিবারের মতোই বিভিন্ন বিভাগের ট্যাবলো থাকবে।

মিড-ডে মিলের টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: স্কুলের মিড-ডে মিল খাবার রান্নার রাঁধুনিদের প্রাপ্য প্রায় ৯৬ হাজার টাকা নিজের পরিচিত সেলফ হেল্প গ্রুপের অ্যাকাউন্টে ঢুকিয়ে আত্মসাৎ করেছে স্কুলের প্রধান শিক্ষক অভিযোগ। দিনহাটা-১ নং ব্লকের বড় আটিয়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের রাধানগর বিদ্যামন্দির আরআর প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক মানবেন্দ্র দেবনাথের বিরুদ্ধে এমনটাই অভিযোগ এনে প্রধান শিক্ষককে ঘরে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখালো স্কুলে রান্নার কাজে কর্মরত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। মঙ্গলবার দুপুর দুটো নাগাদ এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায়। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের অভিযোগ করোনাকালীন সময়ে স্কুলে রান্না না হওয়ায় সেই সময় সরকার থেকে প্রত্যেকটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে যে টাকা দেওয়া হয়েছিল সেই টাকার এক টাকাও তারা পাননি উল্টো সেই টাকা ঢুকেছে প্রধান শিক্ষকের পরিচিত ও কাছের সেলফ হেল্প গ্রুপে। তারা আরো জানান, সেই টাকা দাবি করলে প্রধান শিক্ষক নানান রকম অজুহাত দিতে থাকতো আর তারপর অবশেষে তারা জানতে পারে সেই করোনাকালীন সময়ে প্রায় ৯৬ হাজার টাকা প্রধান শিক্ষক সেই সেলফ হেল্প গ্রুপের অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করেছে। আজ প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করতে এলে প্রধান শিক্ষক তাদেরকে কোনো রকম পাত্তা দেয়নি। আর সেজন্যই প্রধান শিক্ষককে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখায় ওই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা।

যদিও নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে ওই প্রধান শিক্ষক জানিয়েছে যদি কেউ তার বিরুদ্ধে এক টাকার দুর্নীতির প্রমাণও করে দেখাতে পারে তাহলে তিনি সমস্ত টাকায় ফেরত দেবেন। উল্টে তিনি সেই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের বিরুদ্ধেই একাধিক অভিযোগ তোলেন।

আর্ট গ্যালারির দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: শ্রীহরি দত্তের একক চিত্র প্রদর্শনী শুরু হল। বুধবার কোচবিহার সাহিত্যসভার হলঘরে ওই চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী অমিতাভ সেনগুপ্ত। তিনি জানান, 'সঙ অফ ডি রিভার' নামে যে চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন শ্রীহরি করেছেন তা কোচবিহারের নাম উজ্জ্বল করবে। ওই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রীহরি আর্ট গ্যালারির দাবিতে সরব হন। কৃত্রিম আর্ট গ্যালারি তৈরি করে ওই প্রদর্শনের আয়োজন করেন শ্রীহরি। আগামী ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত ওই প্রদর্শনী চলবে। সেখানেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রীহরি বলেন, "কোচবিহারে একটি আর্ট গ্যালারির প্রয়োজন। দীর্ঘসময় ধরে আবেদন করলেও কেউ কর্ণপাত করেন না।" সেখানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তিনি ওই বিষয়ে আশ্বস্ত করেছেন।

কোচবিহার সেচ দপ্তরে বিধায়ক নিখিল রঞ্জন দে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে তার বিধানসভা এলাকায় যেসব বাঁধের কাজ অসম্পূর্ণ রয়েছে সেসব কাজের অগ্রগতি নিয়ে মঙ্গলবার কোচবিহার সেচ দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে বিশেষ আলোচনা করলেন। প্রসঙ্গত সামনেই আসছে বর্ষা আর এই বর্ষায় নদী সংলগ্ন থাকা এলাকাবাসীদের কথা মাথায় রেখে যেসব বাঁধ ভেঙ্গে গেছে ও কিছু এলাকায় নতুন বাঁধ নির্মাণের বিষয়ে কথা বলতে বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে সেচ দফতরে যান। তিনি বলেন, আমি এই বিষয় নিয়ে বিধানসভায় বক্তব্য রেখেছিলাম ও মন্ত্রী কথা রেখেছেন প্রজেক্টও তৈরি হয়ে গেছে বলে জানান সেচ দফতরের আধিকারিকরা।

বাঘের পায়ের ছাপ ঘিরে আতঙ্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ কাঠুলিয়া: বাঘের পায়ের ছাপ ঘিরে আতঙ্ক দক্ষিণ কাঠুলিয়া এলাকায়। গত ৩১ ডিসেম্বর দক্ষিণ কাঠুলিয়া এলাকার এক চা-পাতা বাগানে প্রথম দেখা মিলে বাঘের আহত হয় দুইজন, পৌঁছায় বন দফতর। এইদিন সেই ঘটনাস্থলের প্রায় ৮০০ মিটার দূরে এক জলাশয়ে অজানা জন্তুর পায়ের ছাপ ঘিরে বাঘের আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। যদিও এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা ছিল।

নতুন ব্র্যান্ড পরিচয় নিয়ে হাজির শ্রী সিমেন্ট

শিলিগুড়ি: ভারতের অন্যতম বৃহৎ সিমেন্ট প্রস্তুতকারক, শ্রী সিমেন্ট লিমিটেড, এবার ব্র্যান্ড পরিচয়ে বদল নিয়ে এল। মাস্টার ব্র্যান্ড হিসেবে ঘোষণা করা 'বাঙ্কুর' সহ একাধিক নতুন ব্র্যান্ড অফার চালু করা হয়েছে। নতুন বাঙ্কুর ব্র্যান্ড আইডেন্টিটি বিল্ড স্মার্ট - কোম্পানির ভোক্তাদের ওপর নজর রেখে তৈরি করা হয়েছে।

বাঙ্কুর মাস্টার ব্র্যান্ড একটি নতুন বিজ্ঞাপন প্রচার করছে। প্রখ্যাত বলিউড অভিনেতা সানি দেওলকে ব্র্যান্ড এনডোর্সার হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

শ্রী সিমেন্ট লিমিটেড-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মি. নীরজ আখৌরি বলেন, "গ্রাহকের অনুভূতি, তাদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার মূল্যায়ন এবং প্রতিক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে মাস্টার ব্র্যান্ড হিসেবে 'বাঙ্কুর'-এর লঞ্চ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হল 'বাঙুর'-কে কোম্পানির আমব্রেলা ব্র্যান্ড হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা। এই মেকওভারের মাধ্যমে, আমরা আমাদের গ্রাহকদের সঙ্গে আরও ভালোভাবে সংযোগ স্থাপনের ও তাদের অনন্য অভিজ্ঞতা দেওয়ার লক্ষ্য রাখি।"

নয়াদিল্লিতে আয়োজিত একটি জমকালো অনুষ্ঠানে নতুন ব্র্যান্ড আইডেন্টিটি লঞ্চ করা হয়। স্টকিস্ট, ডিলার, রিটেইলার এবং অন্যান্য

অংশীদার সহ এই ইভেন্টে ৮০০০ এরও বেশি জন উপস্থিত ছিলেন। ব্র্যান্ডিং রিভ্যাম্পের মূল বিষয়গুলি হল: একটি নতুন লোগো এবং আধুনিক ভিজ্যুয়াল আইডেন্টিটি, পুনর্গঠিত প্রোডাক্ট লাইন ও বাঙ্কুর ম্যাগনার সূচনা, নতুন বিজ্ঞাপন প্রচার ও স্থিতিশীলতাকে আলিঙ্গন করা এবং পরিবেশ-বান্ধব অভ্যাস অনুসরণ করা।

শ্রী সিমেন্টের নতুন ব্র্যান্ড উদ্ভাবন, গুণমান এবং গ্রাহক সন্তুষ্টির প্রতি কোম্পানির প্রতিশ্রুতি। কোম্পানির নতুন ব্র্যান্ড পরিচয় কোম্পানির সিমেন্ট ওপিসি, পিপিসি এবং পিএসসি, এর সমস্ত ভৌগোলিক অঞ্চল জুড়ে সহজে বাজারজাত ও বিক্রি করতে সাহায্য করবে।

ভারতে প্রথম তৈরি হল হার্ট রিদম মনিটরিং

কলকাতা: কার্ডিয়াক ডিজাইন ল্যাবস' (সিডিএল) পদ্মা রিদমস, দীর্ঘমেয়াদী কার্ডিয়াক মনিটরিং এবং রোগ নির্ণয়ের জন্য একটি এক্সটার্নাল লুপ রেকর্ডার প্যাচ-এর অ্যাক্সেসিবিলিটি প্রবর্তন এবং বৃদ্ধি করার জন্য, ইন্ডিয়া মেডট্রনিক প্রাইভেট লিমিটেড সিডিএল-এর সাথে সহযোগিতা করেছে। মেডট্রনিক ভারতে পদ্মা রিদমসের অফিসিয়াল ডিস্ট্রিবিউটর হিসেবে কাজ করবে। এই সহোযোগিতাটি ব্যবসাই প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষামূলক উদ্যোগ প্রদান করবে, যার মাধ্যমে সারা দেশে প্রযুক্তির অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি হবে।

ইএলার গ্যাজেট একটি হোল্টারের উন্নত কার্যকারিতার সাথে একটি এক্সটার্নাল প্যাচের উপযোগিতা মিশ্রিত করে পর্যবেক্ষণ সময়ের জন্য সুনির্দিষ্ট এবং তথ্যপূর্ণ ডেটা নিশ্চিত করে। নির্ভরযোগ্য ওয়ার্কফ্লো এবং ন্যূনতম ইনপুট সহ, সিডিএল -এর পরিধানযোগ্য জিনিসগুলি এমন সেটিংসে ব্যবহার করার জন্য তৈরি করা হয়েছে যা রোগীদেরকে ঘামতে সাহায্য করবে। পরীক্ষার ফলাফল এবং ছন্দ নির্ণয়ের নির্ভুলতা সিডিএল-এর ইন-হাউস অ্যালগরিদম দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে, যা বিশ্বব্যাপী সেরার বিপরীতে বেঞ্চমার্ক করা হয়েছে। গবেষণা এবং উন্নয়ন এবং প্রযুক্তির মিথস্ক্রিয়ায় দৃঢ় ফোকাস সহ একটি ইন্ডিজেনাস প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার জন্য এক দশকের কাজ করার সাথে, এই সহযোগিতা ভারতে কার্ডিয়াক কেয়ারের ভবিষ্যতের জন্য দুর্দান্ত সম্ভাবনা তৈরী করেছে।

সিডিএল-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আনন্দ মদনগোপাল বলেছেন, "আমরা ভারতে কার্ডিয়াক রিদম সমস্যার প্রভাব কমাতে মেডট্রনিকের সাথে সহযোগিতা করতে পেরে আনন্দিত।"

একটি ডিজিটাল এফডি লঞ্চ করেছে বাজাজ ফাইন্যান্স

শিলিগুড়ি: বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেড একটি নতুন ডিজিটাল ফিক্সড ডিপোজিট (FD) এর অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে করা আমানতের উপর ৮.৮৫% পর্যন্ত বিশেষ রেট প্রদান করে বাজাজ ফিনসার্ভের একটি বিভাগ লঞ্চ করেছে। এই ডিজিটাল এফডি-র লক্ষ্য হল ব্যবহারকারীদের বাজাজ ফিনসার্ভ অ্যাপ এবং ওয়েবসাইট ব্যবহার করার প্রক্রিয়াকে সহজ, নিরাপদ এবং নির্বিঘ্ন করে সাহায্যপ্রাপ্ত এবং ডিজিটাল উপায়ে আমানত করতে উৎসাহিত করা। ২০২৪ সালের ২ জানুয়ারী থেকে কার্যকর, বয়স্ক ব্যক্তিরা যারা বাজাজ ফিনসার্ভ অ্যাপ এবং ওয়েবে এফডি বুক করবেন তারা ৪২ মাসের জন্য বার্ষিক ৮.৮৫% পর্যন্ত আয় করতে পারবেন। ৬০ বছরের কম বয়সী আমানতকারীদের বার্ষিক ৮.৬০ শতাংশ পর্যন্ত উপার্জন করার সম্ভাবনা রয়েছে।

আপডেট করা রেটগুলি ৪২ মাসের জন্য কার্যকর হবে এবং ৫কোটি টাকা পর্যন্ত নতুন আমানত এবং পরিপক্ক অ্যাকাউন্টের পুনর্নবীকরণ উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। ৭৬.৫৬ মিলিয়ন গ্রাহক এবং ৪৪.৬৮ মিলিয়ন নেট ব্যবহারকারী বাজাজ ফাইন্যান্সের অ্যাপ প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে; বাজাজ ফিনসার্ভ অ্যাপটি ভারতের প্লেস্টোরে আর্থিক বিভাগে চতুর্থ সর্বাধিক ডাউনলোড করা অ্যাপ। একটি সমন্বিত ডিপোজিট বুক সহ ৫৪,৮২১ কোটি এবং ১.৪ মিলিয়নেরও বেশি আমানত, কোম্পানিটি দেশের বৃহত্তম আমানত গ্রহণকারী NBFC হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে।

টিম ভাইটালিটি-এর সাথে ভি-এর পার্টনারশীপ

শিলিগুড়ি: দেশের এস্পোর্টস ইকোসিস্টেমে অ্যাক্সেসকে গণতান্ত্রিক করার লক্ষ্যে, ভি এবং টিম ভাইটালিটি ভারতীয় এস্পোর্টস বাজারে কৌশলগতভাবে পার্টনারশিপ করেছে। ২০২৭ সাল নাগাদ, ভারতীয় এস্পোর্টস বাজার ১৪০ মিলিয়নে পৌঁছানোর অনুমান করা হয়েছে, এবং এস্পোর্টস একটি মূলধারার খেলা হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠছে। ব্র্যান্ড স্পনসরশিপ, কন্টেন্ট কলাবোরেশন, গেমিং ইভেন্ট এবং একচেটিয়া অভিজ্ঞতা সব চুক্তির অংশ। উচ্চাকাঙ্ক্ষী এস্পোর্টস খেলোয়াড়দের পেশাদার খেলোয়াড়, মাস্টার ক্লাস এবং এস্পোর্টস প্রতিভার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ এবং শুভেচ্ছা জানানোর সুযোগ থাকবে, ভি গ্রাহকদের সুপরিচিত টিম ভাইটালিটি প্রতিযোগিতা এবং দলগুলিতে অনন্য অ্যাক্সেস প্রদান করা হবে।

টিম ভাইটালিটির সাথে এই পার্টনারশিপের সাথে, ভি-যা মোবাইল গেমিং বাজারে তার শক্তিশালী অবস্থানের জন্য সুপরিচিত-এখন ভারতে এস্পোর্টস- এর প্রতি তার মনোযোগ আরও শক্তিশালী করবে। কল অফ ডিউটি: মোবাইল, ফ্রি ফায়ার ম্যাক্স, অ্যাসফল্ট ৯, এবং ক্ল্যাশ রয়্যাল হল কয়েকটি সুপরিচিত ফ্রি-টু-প্লে এস্পোর্টস প্রতিযোগিতা যা আগে ভি গেমস আয়োজন করেছিল। সহযোগিতাটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী খেলোয়াড়দের পেশাদার খেলোয়াড় এবং অন্যান্য এস্পোর্টস প্রতিভাদের সাথে প্রতিযোগিতা করতে এবং তাদের সাথে দেখা করার জন্য এস্পোর্টস সুযোগ দেবে।

অ্যাসোসিয়েশন সম্পর্কে ভি-এর সিএমও অবনীশ খোসলা বলেছেন, "আমরা বিশ্বব্যাপী অন্যতম এস্পোর্টস সংস্থা, টিম ভাইটালিটির সাথে সহযোগিতা করতে পেরে আনন্দিত। আমাদের যৌথ লক্ষ্য হল ভারতের এস্পোর্টস শিল্পকে উন্নীত করা এবং গণতন্ত্রীকরণ করা।"

সবুজ ভবিষ্যত গড়ে তুলতে টাটা মোটরস-এর প্রতিশ্রুতি

কলকাতা: দেশের নগরায়ণ এবং টেকসই গতিশীলতার উপর জোর দেওয়ার ফলে বৈদ্যুতিক এবং হাইড্রোজেন সেল-চালিত যানবাহন প্রধান বিকল্প হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে, যা ভারতকে সবুজ পরিবহণের পদ্ধতির দিকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। "ট্রানজিশন ফুয়েল" নামক একটি প্রাকৃতিক গ্যাস দূষণ কমাতে স্টপগ্যাপ পরিমাপ হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ভারতের শীর্ষস্থানীয় গাড়ি নির্মাতা, টাটা মোটরস তার জ্ঞান এবং উদ্ভাবনের প্রতি উত্সর্গকে কাজে লাগিয়ে প্রাকৃতিক গ্যাসে চালিত যানবাহনের উন্নয়নে ক্রমাগত বিকাশ ঘটাচ্ছে।

নীতি আয়োগের একটি মূল্যায়ন অনুসারে, ২০৫০ সালের মধ্যে ভারতীয় সড়কপথে ট্রাকের সংখ্যা চারগুণ প্রসারিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা প্রাকৃতিক গ্যাস-ভিত্তিক জ্বালানীতে স্যুইচ করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছে। কমপ্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস (সিএনজি) ভারত একটি সাশ্রয়ী বিকল্প হিসেবে প্রচার করছে যা অপরিশোধিত তেলের আমদানি ব্যয় কমিয়ে দিতে পারে। ভারত প্রাকৃতিক গ্যাস পরিকাঠামোতে কৌশলগত বিনিয়োগের অংশ হিসাবে ২০৩০ সালের মধ্যে ১৭,০০০ টি সিএনজি স্টেশন তৈরি করতে চায়। গ্যাস চালিত অটোমোবাইল গ্রহণ সরকারী প্রোগ্রাম, ট্যাক্স বিরতি, এবং ভর্তুকি দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। টাটা মোটরসের ট্রাকের বিসনেস হেড এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট রাজেশ কৌল, ২০৪৫ সালের মধ্যে নিট শূন্য নির্গমনে পৌঁছানোর লক্ষ্য এবং অটো এক্সপো ২০৩০-এ হাইড্রোজেন, বৈদ্যুতিক এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের বিকল্প প্রদর্শনের কথা তুলে ধরেছেন।

কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্কের CHRO পদে নিযুক্ত হলেন অনুপম কৌরা

কলকাতা: কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক, সাংগঠনিক রূপান্তর এবং পরিবর্তন আনতে,অনুপম কৌরাকে তার চিফ হিউম্যান রিসোর্সেস অফিসার (CHRO) হিসাবে নিযুক্ত করেছে। এর আগে, কৌরা লন্ডনের ক্রিসিল লিমিটেড-এ কাজ করেছেন, যেখানে তিনি সাংগঠনিক রূপান্তর উদ্যোগের পাশাপাশি প্রতিভা কৌশল, শিক্ষা ও বিকাশ, কর্মক্ষমতা এবং পুরস্কার এবং সংস্কৃতি সংস্কারের দেখাশোনা করতেন। প্রধান সংস্থাগুলিতে পরিবর্তনের এজেন্ডা এবং রূপান্তরমূলক প্রকল্পগুলি চালিত করা হল তাঁর বিশেষত্ব। এছাড়াও, ভারতীয় এবং বিশ্বব্যাপী ব্যাঙ্কিং এবং ফিনান্স কর্পোরেশনগুলিতে সিনিয়র ভূমিকায় ২৫ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে কৌরার।

তিনি ক্রিসিল লিমিটেডের টিমগুলিকে ডিজিটাল এবং প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জগুলির সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলি দিয়ে তাদের পুনরুজ্জীবিত এবং উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। আইডিএফসি ব্যাংক, সিটি, এএক্সএ এবং পিডব্লিউসি সহ স্বনামধন্য সংস্থাগুলিতেও, কৌরা এইচআর পদে কাজ করেছেন। কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্কের ফুল-টাইম ডিরেক্টর শান্তি একম্বারাম, কৌরাকে কোটাক পরিবারে স্বাগত জানিয়েছিলেন। একম্বারামের মতে, কৌরার কৌশলগত এইচআর নেতৃত্ব, পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা এবং প্রযুক্তি একীকরণে অভিজ্ঞতার বিশেষ সমন্বয় একটি গ্রাহক-কেন্দ্রিক, প্রযুক্তি-সক্ষম আর্থিক প্রতিষ্ঠান হওয়ার জন্য কোটকের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সারিবদ্ধ।

গ্লেনমার্ক-এর নতুন লঞ্চ লিরাগ্লুটাইডের বায়োসিমিলার

কলকাতা: লিরাফিটটিএম নামের ব্র্যান্ডের অধীনে, গ্লেনমার্ক ফার্মাসিউটিক্যালস ভারতে লিগারগ্লুটাইডের একটি বায়োসিমিলার লঞ্চ করেছে ৭০% -এর মতো কম খরচে যা প্রেসক্রিপশনের সাথে পাওয়া যাবে। লিরাগ্লুটাইড, GLP-1 রিসেপ্টরের অ্যাগোনিস্ট, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রাপ্তবয়স্ক রোগীদের টাইপ ২ ডায়াবেটিসের চিকিত্সার জন্য বিশ্বব্যাপী অনুমোদিত।

লিরাগ্লুটাইড, টাইপ ২ ডায়াবেটিস রোগীদের রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করার জন্য ব্যবহৃত একটি ওষুধ, এটি ভারতে প্রাপ্তবয়স্ক রোগীদের

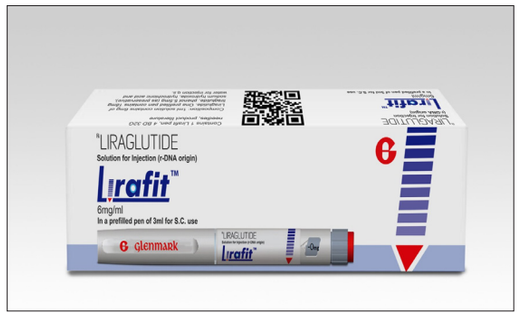

উপর ক্লিনিকাল ট্রায়ালগুলি লিগারগ্লুটাইডের কার্যকারিতা, নিরাপত্তা এবং ভাল সহনশীলতা প্রদর্শন করেছে। এই ওষুধের অন্যান্য সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছে ওজন হ্রাস এবং কার্ডিওভাসকুলার নিরাপত্তা। GLP-1 RAs গ্লুকোজ ঘনত্বে ইনসুলিন মুক্ত করে গ্লুকাগনের নিঃসরণ কমায়। আমেরিকান ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশন, এএসিই কনসেনসাস স্টেটমেন্ট এবং ইউরোপিয়ান সোসাইটি অফ কার্ডিওলজির মতে এটি ওজন কমাতে সাহায্য করে এবং টাইপ ২ ডায়াবেটিস রোগীদের হাইপোগ্লাইসেমিয়ার ঝুঁকি হ্রাস করে।

গ্লেনমার্ক ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড-এর প্রেসিডেন্ট এবং বিজনেস হেড - ইন্ডিয়া ফর্মুলেশন, অলোক মালিক বলেছেন, "ভারতে প্রথমবারের মতো, গ্লেনমার্ক লিরাফিটটিএম লঞ্চ করেছে, একটি কম খরচে লিরাগ্লুটাইড বায়োসিমিলার। ক্লিনিকাল গবেষণা অনুসারে, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ থেরাপি বিকল্প যা টাইপ ২ ডায়াবেটিস সহ প্রাপ্তবয়স্ক রোগীদের আরও ভাল গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি কার্ডিয়াক এবং রেনাল সুরক্ষা বজায় রাখতে সহায়তা করে।"

এক মিলিয়নেরও বেশি বিক্রি হয়েছে স্কোডা গাড়ি

শিলিগুড়ি: বিগত দুই বছরে, স্কোডা অটো ইন্ডিয়া ১,০০,০০০ টিরও বেশি গাড়ি বিক্রি করেছে, কোম্পানি তার বিক্রয় গতি বজায় রেখেছে এবং একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক চিহ্নিত করেছে। এটি তার ভারত-কেন্দ্রিক প্রোডাক্ট স্ট্র্যাটেজির স্পষ্ট প্রমাণ, যা ভারতীয় বাজারের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা দুটি চমৎকার প্রোডাক্ট, কুশাক এবং স্লাভিয়া প্রবর্তন করেছে। এই স্তরে পৌঁছানোর জন্য কোম্পানির আগে ছয় বছরেরও বেশি সময় লেগেছিল, তবে এই দুটি মডেলই কোম্পানিকে এই মাইলফলকটি অর্জন করতে গুরুত্বপূর্ণ পালন করেছে।

২০২৩ সালের শেষ নাগাদ, কোম্পানিটি সারা দেশে ২৬০ টি গ্রাহক টাচপয়েন্টে উন্নীত হয়েছে। ভারত ইউরোপের বাইরে কোম্পানির জন্য একটি মূল বাজার হিসাবে পপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং এটিতে প্রাপ্তবয়স্কদের এবং শিশুদের জন্য ৫-স্টার রেট দেওয়া ক্র্যাশ-পরীক্ষিত গাড়ির একটি বহর হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ২০২৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত, স্কোডা ৪৮,৭৫৫ 4টি গাড়ি বিক্রি করেছে। পেটার জেনেবা, ব্র্যান্ড ডিরেক্টর,২০২৩ সাল পর্যন্ত গতি বজায় রাখার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন, যার লক্ষ্য হল প্রোডাক্ট রেঞ্জ জুড়ে ক্রমাগত উন্নতি ঘটানো, নেটওয়ার্ক প্রশস্তকরণ, এবং বিক্রয়-গুণমান উন্নত করা।

এই প্রথম পিওর ইভি আর্কিটেকচার লঞ্চ করেছে টাটা প্যাসেঞ্জার ইলেকট্রিক মোবিলিটি

কলকাতা: ভারতের শীর্ষস্থানীয় ইভি প্রস্তুতকারক টাটা প্যাসেঞ্জার ইলেকট্রিক মোবিলিটি (TPEM), তার প্রথম অ্যাডভান্সড কানেক্টেড টেক-ইন্টেলিজেন্ট ইলেকট্রিক ভেহিকল অর্থাৎ পিওর ইভি আর্কিটেকচার প্রবর্তন করেছে। এটি TPEM পোর্টফোলির পরবর্তী প্রোডাক্টগুলিকে সমর্থন করবে। Punch.ev, এই পিওর ইলেকট্রিক আর্কিটেকচারে প্রবর্তন করা প্রথম প্রোডাক্ট, যা বিভিন্ন ধরনের বডি এবং সাইজ সহ প্রোডাক্টগুলির একটি পরিসরের জন্ম দেবে।

পাওয়ারট্রেন, চ্যাসিস, বৈদ্যুতিক স্থাপত্য এবং ক্লাউড আর্কিটেকচার acti.ev আর্কিটেকচারের চারটি স্তর তৈরি করে। পাওয়ারট্রেন লেয়ারে ব্যাটারি প্যাক ডিজাইনটি আদর্শ ড্রাইভট্রেন নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন পরিসরের বিকল্প এবং বহুমুখিতা প্রদানের জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে। একটি ফ্ল্যাট মেঝে এবং ফ্রাঙ্ক যাত্রীর ক্ষমতা বাড়ায়, যখন চ্যাসিস স্তরে বিভিন্ন বডি ডিজাইন থাকে। উন্নত প্রক্রিয়াকরণ শক্তি এবং ADAS স্তর ২ ক্ষমতা সহ, বৈদ্যুতিক আর্কিটেকচার স্তরটি মাপযোগ্য এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত। Arcade.ev, একটি ইন-কার অ্যাপ স্যুট, এবং আরও ভাল সংযোগ এবং ওভার-দ্য-এয়ার সফ্টওয়্যার আপডেটের জন্য অত্যাধুনিক সমাধানগুলির সাথে, ক্লাউড আর্কিটেকচারাল স্তর একটি উন্নত ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা প্রদান করবে।

চিফ প্রোডাক্ট অফিসার আনন্দ কুলকার্নি বলেছেন যে আর্কিটেকচারটি স্থান এবং ব্যাটারির ক্ষমতা অপ্টিমাইজ করার জন্য, শ্রেণি-নেতৃস্থানীয় দক্ষতা প্রদান এবং সামগ্রিকভাবে ড্রাইভিং অভিজ্ঞতা উন্নত করার জন্য তৈরি করা হয়েছে।

টাটা মোটর গুয়াহাটিতে ১০০ ই- বাস চালাবে

কলকাতা: ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্যিক যানবাহন প্রস্তুতকারক, টাটা মোটরস ঘোষণা করেছে যে এটি অসম রাজ্য পরিবহন কর্পোরেশনকে (ASTC) ১০০টি বৈদ্যুতিক বাস সরবরাহ করেছে। ৯-মিটার, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত টাটা আল্ট্রা ইলেকট্রিক বাসগুলি গুয়াহাটির রাস্তায় চলাচল করবে। একটি নিরাপদ, আরামদায়ক এবং সুবিধাজনক ইন্টারসিটি যাতায়াতের জন্য এগুলো ডিজাইন করা হয়েছে। এই শূন্য-নির্গমন বাসগুলি দেশীয়ভাবে তৈরি করা ও উন্নত ব্যাটারি সিস্টেম দ্বারা চালিত।

বাসগুলি ১ জানুয়ারী ২০২৪-এ আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চালু করেছিলেন। মি. রোহিত শ্রীবাস্তব, ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং বিজনেস হেড – সিভি প্যাসেঞ্জার, টাটা মোটরস, বলেছেন, "পাবলিক ট্রান্সপোর্টকে আরও কার্যকর করে তোলা আমাদের লক্ষ্য। আমরা অসম রাজ্য সরকার এবং এএসটিসি-এর কাছে কৃতজ্ঞ। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি দ্বারা নির্মিত এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কঠোরভাবে পরীক্ষিত, এই বাসগুলি পরিবেশ বান্ধব এবং গণপরিবহনকে নিরাপদ, আরামদায়ক, প্রযুক্তি চালিত এবং আরও দক্ষ করে তুলবে। গুয়াহাটির বাসিন্দাদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য আমাদের টাটা আল্ট্রা ইলেকট্রিক বাসগুলি চালু করতে পেরে আমরা আনন্দিত।" এখন পর্যন্ত, টাটা মোটরস ভারতের একাধিক শহরে ১৫০০ টিরও বেশি বৈদ্যুতিক বাস সরবরাহ করেছে, যেগুলি ৯৫% এর বেশি আপটাইম সহ ১০ কোটি কিলোমিটারেরও বেশি পথ অতিক্রম করেছে। টাটা আল্ট্রা ইভি হল একটি অত্যাধুনিক ই-বাস যা শহরে যাতায়াতের জন্য উপযুক্ত। সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক ড্রাইভট্রেনের সঙ্গে, এই অত্যাধুনিক যান শক্তি খরচকে অপ্টিমাইজ করে, যার ফলে কম শক্তির ব্যবহার হয়।

"কৌশল রথ" প্রবর্তন করেছেন শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান

কলকাতা: ওড়িশার যুবসমাজকে ক্ষমতায়ন করতে কেন্দ্রীয় দক্ষতা উন্নয়ন এবং উদ্যোক্তা মন্ত্রী শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান "কৌশল রথ" প্রোগ্রাম লঞ্চ করেছেন, এটি একটি বাস যা দক্ষতার বিকাশ ঘটাবে। এনএসডিসি-এর নির্দেশনায়, প্রকল্পটি ওড়িশার সম্বলপুর, আঙ্গুল এবং দেওগড় জেলায় সহজলভ্য এবং ব্যবহারিক দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বৃদ্ধি এবং উদ্ভাবনকে সমর্থন করতে চায়। ডিজিটাল লিটারেসি, ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি, রিটেইল ও এন্টারপ্রেনারিয়াল স্কিল এবং অন্যান্যের মতো বিভিন্ন মডিউলে প্রশিক্ষণ এবং সার্টিফিকেশন স্পেশালাইজড মোবাইল বাস-এর মাধ্যমে প্রদান করা হবে। এই কোর্সগুলি একটি অনলাইন প্রশিক্ষণ প্ল্যাটফর্ম স্কিল ইন্ডিয়া ডিজিটাল (SID)-এর মাধ্যমে ভারতীয়দের দক্ষতা, পুনর্দক্ষতা এবং উন্নত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। কৌশল রথটি উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যাবে, যা কর্মসংস্থান এবং কাজের সুযোগ দেবে। ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের (এনএসডিসি) সিইও এবং এনএসডিসি ইন্টারন্যাশনালের এমডি শ্রী বেদ মণি তিওয়ারি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। যুবকদের ডিজিটাল আর্থিক পরিষেবায় সফল হতে এবং একটি শক্তিশালী ডিজিটাল পেমেন্ট পরিবেশে পরিবর্তনের জন্য, প্রধান তাদের ডিজিটাল এবং আর্থিক সাক্ষরতা শেখানোর তাত্পর্যের উপর জোর দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, গ্রামীণ জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে নারী ও শিশুদের ডিজিটাল সাক্ষরতা এবং আধুনিক প্রযুক্তি শেখানোর মাধ্যমে প্রতিটি ব্যক্তিকে এই ডিজিটাল যুগের জন্য প্রস্তুত করা নিশ্চিত করতে "কৌশল রথ" কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

উজ্জীবন ম্যাক্সিমা সেভিংস ও বিজনেস অ্যাকাউন্টে নতুন ব্যাঙ্কিং অভিজ্ঞতা

শিলিগুড়ি: উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক, একটি অন্যতম ছোট আর্থিক ব্যাঙ্ক, প্রিমিয়াম গ্রাহক বিভাগের জন্য ম্যাক্সিমা সেভিংস অ্যাকাউন্ট এবং বিজনেস ম্যাক্সিমা কারেন্ট অ্যাকাউন্ট প্রবর্তনের কথা ঘোষণা করেছে। এই নতুন অফারগুলির লক্ষ্য হল বিভিন্ন ধরনের পরিষেবা এবং সুবিধা দিয়ে নতুন এবং পুরনো উভয় গ্রাহকদের জন্য ব্যাঙ্কিং অভিজ্ঞতা উন্নত করা। স্কিমটি গ্রাহকদের বিভিন্ন সুবিধা, উচ্চতর বৈশিষ্ট্য এবং তাদের বিভিন্ন আর্থিক ও ব্যাঙ্কিং চাহিদা মেটাতে একটি প্রিমিয়াম অভিজ্ঞতা দেওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।ম্যাক্সিমা সেভিংস অ্যাকাউন্টে বার্ষিক সুদের হার ৭.৫% পর্যন্ত। গ্রাহকরা ১ লক্ষ টাকা দিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন। ম্যাক্সিমা সেভিংস অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স ঠিক রাখতে গ্রাহকদের ১৫ লক্ষ টাকা বা তার বেশি ফিক্সড ডিপোজিট বজায় রাখার ফ্লেক্সিবিলিটি রয়েছে। এটি অন্যান্য স্ট্যান্ডার্ড সেভিংস অ্যাকাউন্টের সঙ্গে উপলব্ধ নয়। ম্যাক্সিমা সেভিংস অ্যাকাউন্ট দ্বারা অফার করা অন্যান্য পরিষেবাগুলির মধ্যে রয়েছে অনেক বেশি টাকা লেনদেনের সুবিধা, বিনামূল্যে চেক এবং ডিডি ইস্যু, সব চ্যানেল জুড়ে বিনামূল্যে লেনদেন এবং যে কোনও শাখায় সীমাহীন নগদ জমা এবং তোলার সুবিধা। ম্যাক্সিমা সেভিংস অ্যাকাউন্টের সঙ্গে প্রযোজ্য গ্রাহকদের একটি কমপ্লিমেন্টারি হেলথ প্রাইম বেনিফিটও দেওয়া হয়। বিজনেস ম্যাক্সিমা কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাদের জন্য। এতে সুবিধাজনক অনলাইন ব্যাঙ্কিং, তাৎক্ষণিক তহবিল স্থানান্তর এবং নগদ টাকা ম্যানেজ করার বিকল্প রয়েছে।

কেএফসি-এর স্পেশাল মেনুতে লাঞ্চে আপসে মানা

শিলিগুড়ি: দুপুরে খাবার সময় এলেই কি আপনার মাথায় এই কথাগুলো ভাসে, যেমন, "আমি আজ লাঞ্চে কিছু অন্যরকম খাব" বা "আজ নয় দেরিতে লাঞ্চ করব, অনেক কাজ আছে" অথবা "লাঞ্চে আজও সেই একই খাবার" তাহলে আপনার এই সব সমস্যার সমাধান নিয়ে এসেছে কেএফসি। এই চিন্তা ছাড়ুন। আর বেছে নিন ২০২৪ সালের নতুন কেএফসি লাঞ্চ স্পেশালস আর পেয়ে যান কেএফসি-এর স্পেশাল কিছু খাবার মাত্র ১৪৯ টাকায়।

গ্রাহকরা এবার রিফ্রেশিং ড্রিঙ্ক থেকে শুরু করে আইকনিক হট অ্যান্ড ক্রিস্পি চিকেন, পেরি পেরি চিকেন স্ট্রিপস বা ফ্রাই সহ লঙ্গার বার্গার, রোলস বা রাইস বোলজ সহ বিভিন্ন ধরণের খাবার থেকে বেছে নিতে পারেন নিজেদের পছন্দের খাবার। থাকছে ভেজ এবং নন-ভেজ খাবারের বিকল্প। কেএফসি লাঞ্চ স্পেশাল সব কেএফসি রেস্তোরাঁয় সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত উপলব্ধ।

লাঞ্চ স্পেশালেও স্যানিটাইজেশন, স্ক্রীনিং, সামাজিক দূরত্ব এবং ভ্যাকসিনেশন সহ যোগাযোগহীন পরিষেবা ও পাঁচ গুণ নিরাপত্তা প্রতিশ্রুতির আশ্বাস থাকছে। একটি রেস্তোরাঁর সমস্ত তল এবং ঘন ঘন স্পর্শ করা জায়গাগুলি নিয়মিত স্যানিটাইজ করা হয়, দলের সদস্য এবং রাইডারদের তাপমাত্রা নিয়মিত চেক করা হয়। কেএফসি লাঞ্চ স্পেশাল-এর বিভিন্ন বিকল্পের সঙ্গে, লাঞ্চে আর কোনো আপস করার সুযোগ নেই! সকাল ১১টা থেকে ৪টের মধ্যে সমস্ত কেএফসি রেস্তোরাঁয় আপনার লাঞ্চ উপভোগ করুন ডাইন-ইন এবং টেকওয়ের সঙ্গে। অথবা কেএফসি অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটের (https://online.kfc.co.in/) মাধ্যমে অনলাইনে অর্ডার করুন।

স্পোর্টস ইনজুরি প্রিভেনশন হেলথ ডিসকাশন

কলকাতা: ২০২৪ সালের ৬ জানুয়ারী, শনিবার, মেনল্যান্ড সাম্বারাম ক্রিকেট একাডেমী বিবেকানন্দ পার্ক (উত্তর পূর্ব), কলকাতা-৭০০০২৯-এ, অ্যাপোলো হাসপাতাল অর্থোপেডিক সার্জন পরামর্শদাতা ডাঃ কুণাল প্যাটেলের সাথে স্পোর্টস ইনজুরি প্রতিরোধ এবং স্ক্রিনিং ক্যাম্পের উপর একটি হেলথ টক পরিচালনা করেছে। ডাঃ প্যাটেল একটি ব্যথামুক্ত জীবনযাপনের গুরুত্ব এবং খেলাধুলার আঘাত প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। মাননীয় সাংসদ দেবাশীহ কুমার, বাংলার শীর্ষ কোচ শ্রী সাম্বারাম ব্যানার্জি, শোল্ডার স্পেশালিটিস, এবং স্পোর্টস ইনজুরি ও প্রতিরোধ বিশেষজ্ঞরাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ক্যাম্পের লক্ষ্য ছিল খেলোয়াড়দের অস্ত্রোপচার, আঘাত প্রতিরোধ এবং পুনর্বাসন পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান করা যাতে তারা মাঠে ফিরে যেতে পারে এবং খেলা চালিয়ে যেতে পারে। এছাড়াও, পঞ্চাশ জনেরও বেশি ক্রিকেট খেলোয়াড় এবং তাদের অভিভাবকদের, যারা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তাদের পেশী-শক্তিশালী করার ওয়ার্কআউট, ডায়েট এবং পরিপূরক সম্পর্কে তথ্য প্রদান করেছেন।

চামটা আর্দশ উচ্চ বিদ্যালয়ের রি-ইউনিয়ন কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা, সিতাই: চামটা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের রি-ইউনিয়ন কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হল। সোমবার সিতাই ব্লকের চামটা আর্দশ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের পরিচালনায় প্রথম বর্ষের ২০২৩ রি-ইউনিয়ন কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন হলো। উপস্থিত ছিলেন সিতাই বিধানসভার বিধায়ক জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও প্রদীপ উজ্জ্বলনের মধ্যে দিয়ে আজ সোমবার চামটা আর্দশ উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে এই খেলার শুভ সূচনা করা হয়। এদিন উদ্বোধনী খেলায় অংশগ্রহণ করেন চামটা আর্দশ উচ্চ বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক ব্যাচ ২০০৬ থেকে ১০ একটি টিম ও ২০২২-২৩ মিলে একটি টিম। খেলা পরিচালন কমিটির সভাপতি আমির হোসেন জানান, আগামী ২০২৪ এর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহের দিকে এই খেলার ফাইনাল ম্যাচ সম্পূর্ণ হবে। চামটা আর্দশ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুদেপ দত্ত বলেন, খেলা একটা উপলক্ষ মাত্র প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হওয়া আন্তরিক শুভেচ্ছা বিনিময় একটা আনন্দের বিষয়। বিশিষ্ট সমাজসেবী আনারুল মিঞা ও প্রাক্তন ছাত্র এরশাদ আলি বলেন, অন্যান্য বিদ্যালয়ের মত আমাদের বিদ্যালয়েও রি-ইউনিয়ন কাপ শুরু করা করা হলো। খেলার পাশাপাশি সমস্ত প্রাক্তন ছাত্রদের ভাব বিনিময় ও এই খেলার মধ্যে দিয়ে আমরা স্কুল জীবনের সকল বন্ধু একত্রিত হতে পারব।

কোচবিহারে বক্সিং প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোচবিহার অ্যামেচার বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় দ্বিতীয় বর্ষ হেরিটেজ কাপ বক্সিং টুর্নামেন্ট পুরনো পোস্টঅফিস পাড়ার মাঠে অনুষ্ঠিত হলো। এই টুর্নামেন্টে কোচবিহারের বিভিন্ন মহকুমা থেকে প্রায় ১০০ জন প্রতিযোগী ও প্রতিযোগিনী অংশগ্রহণ করে। খেলার উদ্বোধন করেন নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্টের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় ও কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুরোজ কুমার ঘোষ উপস্থিত ছিলেন প্রণব কুমার দাস সহ শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি থেকে আগত বিশিষ্ট ক্রীড়াপ্রেমী ব্যক্তিত্বরা।

চার দিনের উত্তরবঙ্গ সফরে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার চারদিনের উত্তরবঙ্গ সফরে এসে পৌঁছলেন। বুধবার রাতে শিলিগুড়িতে এসে শিলিগুড়িতে পৌঁছে তিনি চলে যান মাল্লাগুড়ির দলীয় কার্যালয়ে। সেখানে রীতিমতো বৈঠক করেন জেলার শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে। বৈঠক শেষে লোকসভা নির্বাচনের জন্য এখন থেকে ঝাপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন তিনি। বৃহস্পতিবার সকালে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হোটেলে থেকে আলিপুরদুয়ার যাওয়ার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন গতবারের থেকে এবার উত্তরবঙ্গে ভালো ফল করবে বিজেপি। পুনর্নির্বাচনে আমরা ধূপগুড়িতে কিছু ভোটে হেরেছি। আবার নির্বাচন আসছে দেখবেন আমরা বিপুল ভোটে জিতবো।

কালিঘাটের কাকু প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আদালত যে নির্দেশ দিয়েছে তার মান্যতা দিয়ে কার্যকর করেছে তদন্তকারি সংস্থা। কাকুর ভোকাল কর্ড থেকে রাস্তা কোন দিকে যাচ্ছে নিশ্চয়ই সেখানে কোন গুপ্তধন আছে, সেই গুপ্তধনকে এতদিন ধরে লুকানোর চেষ্টা চলছে সেই গুপ্তধন এখন মুক্ত হবে।

বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারীর গাড়ি ও দেহরক্ষী তুলে নেওয়া প্রসঙ্গে বলেন, একজন বিধায়ক নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন সেখানে রাজ্যের বাসিন্দা ও বিজেপি কর্মীদের অবস্থা ভাবুন।

লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তরফে কোনরকম আসন সংখ্যা বেঁধে দেওয়া হয়নি। তবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে এত আসন জিতে আসতে হবে যাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলতে পারেন আমি পশ্চিমবঙ্গ থেকে বেশি আসন পেয়ে প্রধানমন্ত্রী হয়েছি।

লোকসভায় তৃণমূলকে সমর্থন বংশীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এবারেও লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলকে সমর্থন করবেন বলে জানালেন গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের নেতা বংশীবদন বর্মণ। বংশীবদন বরাবরই তৃণমূলের সঙ্গে রয়েছেন। মাঝে রাজবংশী ভাষার প্রাথমিক স্কুলের অনুমোদন নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন তিনি। পরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই স্কুলের অনুমোদনের সবুজ সংকেত দেন। তারপরেই ফের তৃণমূলের সখ্য বেড়েছে বংশীর। ওই স্কুলের অনুমোদনে খুশির কথা জানিয়ে তিনি বলেন, "রাজবংশীদের জন্য যদি কেউ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকেও বড় উপহার দেন তাহলে মত পাল্টে তাঁকে সমর্থন করব।" আরেক গ্রেটার নেতা বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ নগেন্দ্র রায় ওরফে অনন্ত মহারাজ জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি বিজেপির হয়ে প্রচার করলেও রাজনীতিতে জড়াবে না তার সংগঠন জিসিপিএ। নতুন বছরে দুই গ্রেটার নেতার বক্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। সংগঠন সূত্রের খবর, কলকাতায় অমিত শাহের সভায় ডাক না পেয়ে কিছুটা হলেও ক্ষুব্ধ রয়েছেন অনন্ত। তাই লোকসভার আগে সতর্ক ভাবেই পা ফেলতে চান তিনি। অনন্ত মহারাজ বলেন, "আমি বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ। আমাকে যেখানে প্রচারে ডাকা হবে যাব। আর আমাদের সংগঠন 'জিসিপিএ' রাজনীতি করে না। রাজনীতির মধ্যে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।" বংশীবদন বর্মণ, "মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজবংশী সমাজের উন্নয়ন করছেন। তিনি ২০০ টি রাজবংশী স্কুলের অনুমোদন দিয়েছেন। ভাষা একাডেমি তৈরি করেছেন। তাই লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলকেই আমরা সমর্থন করব। যদি কেউ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকেও রাজবংশী সমাজের জন্য বড় কোনও কাজ করেন তাহলে তাকে সমর্থন করব।" রাজনৈতিক মহল মনে করে, রাজবংশী সমাজের মধ্যে বংশীবদনের প্রভাব রয়েছে। তিনি রাজবংশী সমাজের মানুষকে নিয়েই সংগঠন করেন। সেক্ষেত্রে ভোটের ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও তা তৃণমূলের সুবিধে করে দেয়। আবার একই ভাবে অনন্ত মহারাজ বরাবর বিজেপি ঘনিষ্ঠ ছিলেন। এবার বিজেপি তাঁকে রাজ্যসভার সাংসদও করে। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁকে দিয়েই রাজবংশী সমাজের ভোট ব্যাংক নিজেদের ঝুলিতেই নেওয়া যাবে বলে মনে করে বিজেপি। বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, "উনি (অনন্ত মহারাজ) আমাদের রাজ্যসভার সাংসদ। এটুকু বলতে পারি সমস্ত মানুষ আমাদের সঙ্গে আছেন। বংশীবদন বর্মণ বরাবর তৃণমূলের সঙ্গে রয়েছেন। তাতে আমাদের কিছু জয় আটকাতে পারবে না।" তৃণমূলের কোচবিহার জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মণ বলেন, "যে কোনও সংগঠনের তার নিজের মতো করে ভাবার অবকাশ আছে। শুধু রাজবংশী সমাজ নয়, সমস্ত মানুষ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।আমাদের জয় কেউ আটকাতে পারবে না।"

বংশীবদনের দাদা সুদর্শন বিজেপিতে যোগ দিলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বিজেপিতে যোগ দিলেন গ্রেটার নেতা বংশীবদন বর্মণের দাদা সুদর্শন। ২৭ ডিসেম্বর, বুধবার দিনহাটার ভেটাগুড়িতে নিজের বাড়ির অফিসে সুদর্শনের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। সুদর্শনের সঙ্গে আরও ৩৪ টি পরিবার বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। বংশীবদন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুব ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত। তিনি রাজবংশী ভাষা একাডেমির চেয়ারম্যান ও রাজবংশী উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্বে রয়েছেন।এই অবস্থায় তাঁর ভাই বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় খানিকটা অস্বস্তিতে পড়েছেন বংশীবদন। বংশীবদন অবশ্য বলেন, "গণতান্ত্রিক দেশে সবার নিজের মতো রাজনীতি করার অধিকার আছে। সে সব নিয়ে আমি চিন্তিত নই। তৃণমূলের সৌগত রায় আর বিজেপির তথাগত রায় তো দুই ভাই। তাঁরাও আলাদা রাজনীতি করছেন। আর আমরা রাজবংশী জনজাতির উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করি। সেই লক্ষ্যেই কাজ করে যাব।" বংশীবদনের এক অনুগামী অবশ্য দাবি করেন, বংশীবদনের দাদাকে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পেছনে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র রয়েছে। বংশীকে 'হেয়' করাই প্রধান লক্ষ্য। বংশীর দাদা সুদর্শন অবশ্য বলেন, "বিজেপি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে মনে করছি। তাই বিজেপিতে যোগ দিয়েছি। আমি একসময় কংগ্রেস করতাম। তাছাড়া অন্য রাজনীতি করিনি।"

কোচবিহারের গ্রেটার কোচবিহারের সংগঠন একাধিক ভাগে বিভক্ত। তার মধ্যে একটি বংশীবদনের গ্রেটার। বংশীবদন দীর্ঘদিন ধরেই তৃণমূলের সঙ্গে রয়েছেন। সামনেই লোকসভা নির্বাচন। তার আগে সেই বংশীর ভাইকে দলে টেনে বিজেপি মাস্টারস্ট্রোক দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। বংশীবদনরা তিন ভাই, পাঁচ বোন। ভাইদের মধ্যে বংশী ছোট। বংশী অনুগামীদের দাবি, সুদর্শন বহু বছর আগে কংগ্রেস দল করেছে। তার পরে কোনও দলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিলেন। বলা চলে রাজনীতির বাইরের লোক তিনি।। তাঁকে ভুল বুঝিয়ে বিজেপিতে যোগদান করানো হয়েছে বলে বংশীবদনের অনুগামীদের দাবি। তৃণমূলের কোচবিহার জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মণ বলেন, "এটা আমাদের কোনও দলীয় বিষয় নয়। এটুকু বলতে পারি বিজেপি যাকেই যোগদান করাক না কেন, এবারে লোকসভা ভোটে হার থেকে বিজেপি বাঁচতে পারবে না।" বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায় বলেন, "কোথাও কোনও ষড়যন্ত্রের বিষয় নেই। অনেক মানুষ বিজেপিতে যোগ দেওয়ার জন্যে আবেদন করেছেন। তার মধ্যে তৃণমূলের অনেকে রয়েছেন। সেখান থেকে বাছাই করে নেওয়া হচ্ছে।"

স্টেশনের যাত্রী নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখলেন উত্তর-পূর্ব রেলের আধিকারিকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: মঙ্গলবার দুপুরে ধূপগুড়ি রেলস্টেশন পরিদর্শন করলেন রেল দপ্তরের আধিকারিকরা। এইদিন দুপুরে ধূপগুড়ি রেলস্টেশনে পৌঁছানোর পর রেলস্টেশনের কাজকর্ম, রেল কলোনী, রেলকর্মীদের কোয়ার্টার সমস্ত কিছু পরিদর্শন করেন তারা। নির্মাণ কাজের সঙ্গে যুক্তদের সাথেও কথা বলেন তারা। যদিও এটা রুটিন পরিদর্শন বলেই জানা গেছে। উল্লেখ্য সারা দেশের ৫০৮ টি রেলস্টেশনকে অমৃত ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তারমধ্যে এই ধূপগুড়ি রেলস্টেশনও রয়েছে। অমৃত ভারতের অন্তর্ভুক্ত রেলস্টেশনগুলো রুটিন মাফিক পরিদর্শন চলছে বলে জানান উত্তর-পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96